দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর পুষ্টি
টেকসই উন্নয়নেই আমাদের প্রধান দৃষ্টি

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

মৌসুমী
উকিলপাড়া, নওগাঁ
www.mousumibd.org

স্বপ্ন সিঁড়ি

- মৌসুমী প্রধান কার্যালয়
- মৌসুমী আইটি ভবন
- মৌসুমী বিদ্যানিকেতন
- মৌসুমী চক্ষু হাসপাতাল
- মৌসুমী জেনারেল হাসপাতাল

মৌসুমী

উকিলপাড়া নওগাঁ
www.mousumibd.org

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক

জনাব এসকেএম মজনু-নুল হক, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, মৌসুমী

উপদেষ্টা মণ্ডলী

জনাব মো. সালাহ উদ্দিন পারভেজ, সভাপতি, মৌসুমী

জনাব মো. হোসেন শহীদ ইকবাল (রানা), নির্বাহী পরিচালক, মৌসুমী

সম্পাদক

মো. এরফান আলী, উপ-নির্বাহী পরিচালক, মৌসুমী

সহ-সম্পাদক

মো. সোহেল রানা, ব্যবস্থাপক (মনিটরিং), মৌসুমী

গ্রাফিক্স

রহমান রাকিব, ভার্টেক্স গ্রাফিক্স ভ্যালী, নওগাঁ

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর' ২০২৩

প্রকাশক

মৌসুমী, উকিলপাড়া, নওগাঁ।

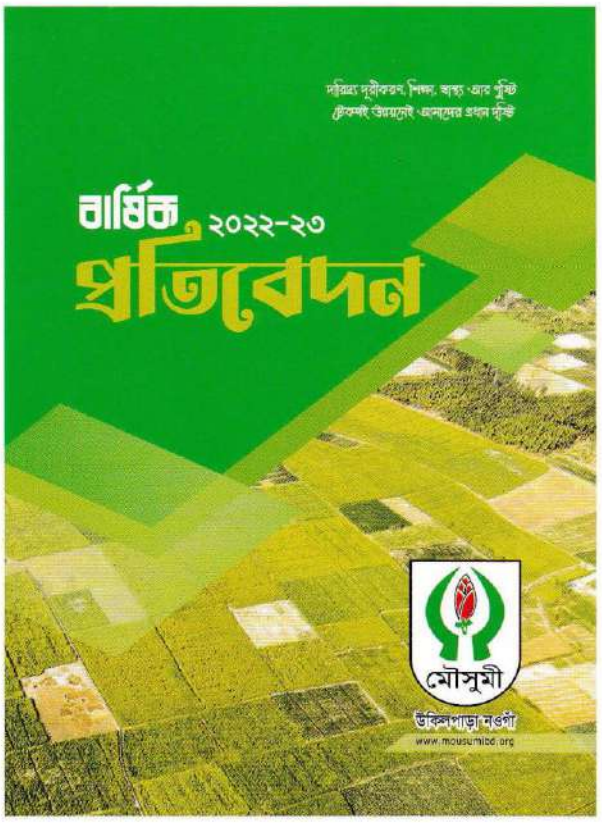

মুখবন্ধ

সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র নারী এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তাদের আত্মনির্ভনশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, অসহায় দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় সহায়তা, লিঙ্গীয় সমতা উন্নীতকরণ এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সাধনে কার্যকর ভূমিকা পালন করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ১৯৮৬ সালে শুরু হয় 'মৌসুমী'র পথ চলা। প্রাথমিক পর্যায়ে সে দুর্গম পথের সঙ্গী ছিল নওগাঁ জেলার কিছু স্বেচ্ছাসেবক। যাদের প্রত্যয় ছিল দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করা। কালক্রমে তাদের পদচিহ্ন বিস্তৃতি লাভ করে। ছড়িয়ে পড়ে নতুন নতুন জনপদে। এই পদযাত্রায় অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের পর ২০০০ সালে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূচনা। যে অধ্যাবসায়ের ফলশ্রুতিতে ২০০৩ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এ সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তি। পর্যায়ক্রমে সংস্থার কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পিকেএসএফ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে সংস্থার ঋণ কার্যক্রম নওগাঁ জেলা অতিক্রম করে বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে সংস্থা ৩৫টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে গত ১ বছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সমূহ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এর বাণী

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এর জন্য মৌসুমী'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। গত বছরে আমরা যে কাজগুলো হাতে নিয়েছিলাম তার একটি ওভারভিউ প্রতিফলিত হয়েছে এই বার্ষিক প্রতিবেদনে।

আমাদের সংস্থা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আমরা সেখান থেকে অনেক দূর এগিয়েছি কিন্তু এটা আমার মন থেকে কখনোই বেরিয়ে যায় না যে আমাদের এখনও অনেক পথ পারি দিতে হবে এবং আমরা মানুষের জন্য কল্যাণকর আরো কাজ করতে চাই। মৌসুমী ১৯৮৬ সালে মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমাজের পিছিয়ে পরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কৃষকদের লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, মাটি পরীক্ষা, নিরাপদ সবজি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, উৎপাদিত সবজি নায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা, কেঁচো সার উৎপাদনে সহায়তা সহ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই, নিরাপদ এবং স্থিতিস্থাপক জীবিকা অর্জনের একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মৌসুমী টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিকে অক্লান্ত যাত্রা শুরু করেছে এবং এর কার্যক্রম নওগাঁ জেলা হতে শুরু হয়েছে। আমি আমাদের গতিশীল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাতে চাই সামনে থেকে মৌসুমী'র সুবিশাল কর্মী বাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। কর্মীবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গত বছর অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই সাফল্য অর্জনে তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য মৌসুমী'র সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। এই বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমাদের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিতে চাই সবার মাঝে।

সরকারের বিভিন্ন সহযোগীতা, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের ক্রমাগত সমর্থন এবং উদার মানসিকতার জন্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং আমরা বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহ টেকসই পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাব।

এস কে এম মজনু-নুল হক
যুগ্মসচিব (অব.) ও
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, মৌসুমী

নির্বাহী পরিচালক এর

বাণী

মৌসুমী তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে উন্নয়ন খাতে কাজ করছে। আমরা বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য বেশ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই হচ্ছে দেশের উন্নয়নের অগ্রসৈনিক এবং তারাই সারা বিশ্বের সকল উন্নয়ন অনুশীলনকারীদের জন্য পরামর্শদাতা। তাদের জীবন যুদ্ধের বাস্তবতা হতে আমরা প্রতিদিন শিখছি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রতিবেদনকালীন সময়ে মৌসুমী দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ঋণ কর্মসূচি সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক অনুকরণীয় উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। যা এই বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

মৌসুমী বিভিন্ন প্রযুক্তিগত এবং জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদের কর্মক্ষম করে তোলা, ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করা এবং তাদের মূলধারার বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তকরণ সহ আত্মকেন্দ্রীক ও উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করছে 'রিকভারি এন্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টর ইমপ্লয়মেন্ট' প্রকল্পের মাধ্যমে।

টেকসই কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সহ প্রাণিসম্পদ খাত এর অধীনে কৃষক পর্যায়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাণিসম্পদ এর লাভজনকতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার হিসেবে সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে উত্তম ব্যবস্থাপনা, সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় অপার সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতে কাজ করা হচ্ছে। এছাড়াও বগুড়া জেলার আদমদিঘী, নওগাঁ জেলার রাণীনগর ও আত্রাই উপজেলায় নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং মৎস্যপণ্যের বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য চাষীদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য কাজ করা হচ্ছে। শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ নয় বরং মানবজীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি যথা: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যুব উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি দিকগুলিকে লক্ষ্যে রেখে সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কাজ করছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি। তৃণমূল পর্যায়ে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে কাঙ্খিত মূল্যবোধের উন্নয়ন ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে উপযুক্ত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালীকরণে দৃশ্যমান অবদান রখাতে মৌসুমী কৈশোর কর্মসূচি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মৌসুমী'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিজেদের আয়ের পথ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বদলে ফেলেছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। আমরা সত্যিই সন্তুষ্ট প্রান্তিক পর্যায়ে অপ্রতিরোধ্য সাফল্য দেখে এবং তাদের সাফল্যের খুশিমাখা মুখ দ্বারা আরও বেশি উজ্জীবিত হই। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমরা গর্বিত।

আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা মৌসুমী এর অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী পিকেএসএফ এর প্রতি। মৌসুমী এর মূল শক্তি হলো সংস্থার সকল পর্যায়ের সুদক্ষ সুবিশাল উন্নয়ন কর্মীরা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সফল সমাপ্তির জন্য মৌসুমী'র সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন।

মো. হোসেন শহীদ ইকবাল
নির্বাহী পরিচালক, মৌসুমী।

সম্পাদকের দু'টি কথা

বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual report) হচ্ছে পূর্ববর্তী বছরজুড়ে একটি সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কিত বিশদ বা বিস্তীর্ণ সচিত্র প্রতিবেদন। যার মাধ্যমে সংস্থার স্টেকহোল্ডার এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমাদের কার্যক্রমে যে নতুন নতুন পালক যুক্ত হয়েছে এই প্রতিবেদনে আমরা তা সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি।

একটি মানসম্মত প্রকাশনা হচ্ছে সঠিক পথ চলার বন্ধু। কারণ একটি ভালো প্রকাশনা দীর্ঘদিন আমাদের সংগ্রহে থাকে। যদিও আমাদের দেশে মান শব্দটা অনেকটাই আপেক্ষিক। মান বজায় রাখার ঘাটতির বিষয়টি আজ সর্বত্র পরিলক্ষিত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এটা উপেক্ষা করাও যায় না। তেমনি একটা ক্ষেত্র হলো প্রকাশনা।

তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপন করছে সারা বিশ্বের মানুষ। ই-বুক, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবের ব্যবহার বেড়েছে। এসব উপকরণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সামনে আসছে। দিন দিন অনলাইন ভার্সন শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু প্রিন্ট সংস্করণের আবেদন যেহেতু শাশ্বত সেহেতু এক্ষেত্রে মান বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। প্রকাশনার আহ্নিক উপস্থাপনায় নব ধ্রুপদের সংশ্লেষ ঘটানোর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

বাস্তবতার নিরীখে আমাদের মত সংস্থার আলাদা প্রকাশনা বিভাগ চালু রাখা বেশ কষ্টসাধ্য বিধায় নিজেদের তাগিদে ছবি ওঠানো, বিষয়বস্তু লেখা, প্রুফ দেখা, অনেকাংশে অলঙ্করণের কাজ নিজেরাই করেছি। এ'ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য এই প্রকাশনার সহসম্পাদক মহোদয়কে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য বলেই মনে করছি।

যদিও প্রকাশনার কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিলোনা তথাপি আমার মতো অপেশাদার ও শখের বশে কাজ শেখা মানুষের পক্ষে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। আশা করি পাঠক মহল তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। এ'বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা কাজে যাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ছিলো তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মো. এরফান আলী
উপ-নির্বাহী পরিচালক, মৌসুমী; ও
সম্পাদক, বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩

সূচিপত্র

অধ্যায় ১:	সংস্থা পরিচিতি	১
	মৌসুমী পরিচিতি	২
	সংস্থার পটভূমি	২
	সংস্থার ভিশন, মিশন	২
	মূল্যবোধ ও নীতি	২
অধায় ২:	সংস্থার কাঠামো, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও পরিধি	৩
	আইনগত ভিত্তি	৪
	পরিচালনা পর্ষদ	৫
	সাংগঠনিক কাঠামো	৬
	সহযোগী বিভাগসমূহ	৬
	কর্মএলাকা	৭
	কর্মরত স্টাফ সংখ্যা	৮
	দাতা/ উন্নয়ন অংশীদার	৯
	নেটওয়ার্কিং সদস্য	৯
	লক্ষিত জনগোষ্ঠী	১০
	সংস্থার আয়ের উৎস	১০
	সংস্থার বিভিন্ন পলিসি/নীতিমালা সমূহ	১১
	প্রতিবেদন পদ্ধতি	১১
অধ্যায় ৩:	আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন	১২
	মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন	১৩
	মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির লক্ষ্য	১৩
	মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ	১৩-১৫
	জাগরণ	১৬
	অগ্রসর	১৬
	অগ্রসর-এমডিপি	১৬
	অগ্রসর-এমডিপি-এএফ	১৬
	অগ্রসর-রেইজ	১৬
	বুনিয়াদ	১৭
	সুফলন (কৃষিভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি)	১৭
	সমৃদ্ধি ঋণ কর্মসূচি	১৭
অধ্যায় ৪:	সংস্থার চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	১৮
	দারিদ্রতা দূরিকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি কর্মসূচি)	১৯-২৩
	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	২৪
	সমন্বিত কৃষি ইউনিট	২৫-২৮
	মৌসুমী কৈশোর কর্মসূচি	২৯-৩০
	Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)	৩১-৩২
	"নিরপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প।	
	Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) Project.	৩৩
অধ্যায় ৫:	সক্ষমতা উন্নয়ন	৩৪
	বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম	৩৫
	মৌসুমী শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম	৩৫
	প্রশিক্ষণ	৩৬
	মৌসুমী গ্রন্থাগার (হোসনে আরা বেগম গ্রন্থাগার)	৩৭
	যোগাযোগ ও প্রকাশনা	৩৭
	মৌসুমী বিদ্যানিকেতন	৩৮
	সংস্থার নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন	৩৯-৪১

প্রথম অধ্যায়

সংস্থার পটভূমি

রূপকল্প (Vision)

অভিলক্ষ্য (Mission)

মূল্যবোধ ও নীতি

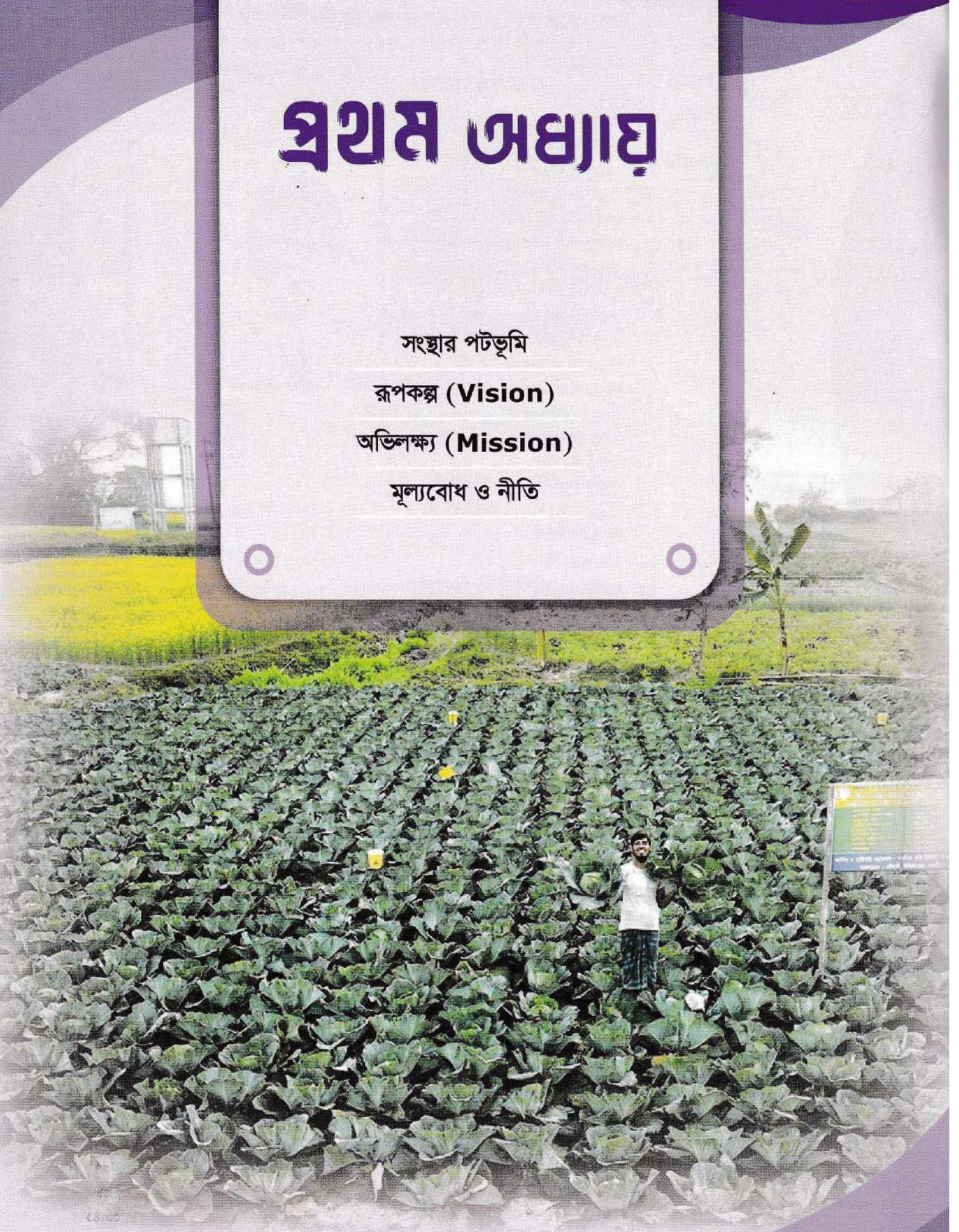

সংস্থার পরিচিতি

সংস্থার পটভূমি

রূপকল্প (Vision)

অভিলক্ষ্য (Mission)

মূল্যবোধ ও নীতি

সংস্থার পটভূমি

স্বাধীনতাত্তোর মানুষের মাঝে দারিদ্রের ছোঁয়া লেগে আছে এখনো। সাথে সাথে কুসংস্কার, অসচেতনতা, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ, বেকারত্ব, গ্রামীণ দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা সমাজের মানুষকে পঙ্গু করে দিচ্ছে এবং সমাজের অধঃপতন ঘটাচ্ছে। মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত হচ্ছে এ দেশের অসংখ্য মানুষ। সর্বক্ষণ দরিদ্রতা এদের কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এদের উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, মাদক, নারী নির্যাতন, বেকারত্ব অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন। হাহাকার আর কান্নার আর্তনাদ মিশে আছে মানুষের চেতনায়। নওগাঁ ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ উল্লেখিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত। বিষয় সমূহ বিবেচনায় নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষকে এসব সামাজিক সমস্যা লাঘব করতে জনাব এস, কে, এম মজনু-নুল হক ১৯৮৬ সালে গড়ে তোলেন মৌসুমী নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থাটির মূল লক্ষ্য দরিদ্রতা নিরসন, অধিকার আদায়, টেকসই উন্নয়ন, জৈব সার উৎপাদন, বিষমুক্ত সবজি চাষ ও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন। মৌসুমী সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যবধি দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রান্তিক ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে মূল প্রবাহে সংহত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের ০৬টি জেলার ২৮টি উপজেলায় ৩৪টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি সহ বিভিন্ন উন্নয়নমমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে এবং তা অব্যাহত রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

রূপকল্প (Vision)

অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র নারী এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তাদের সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নারীর ক্ষমতায়ন, রাসায়নিক ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন, গরিব অসহায় শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, লিঙ্গীয় সমতা উন্নীতকরণ এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

মূল্যবোধ ও নীতি

* সামাজিক দায়বদ্ধতা * স্বচ্ছতা * বৈষম্যহীনতা * সম্মান * প্রতিশ্রুতি ও গতিশীল জীবন * সৃজনশীলতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্থার কাঠামো, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও পরিধি

সংস্থার আইনগত ভিত্তি

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ

সাংগঠনিক কাঠামো

সহযোগী বিভাগসমূহ

কর্মএলাকা

কর্মরত কর্মী সংখ্যা

দাতা/উন্নয়ন অংশীদার

নেটওয়ার্কিং সদস্য

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

সংস্থার আয়ের উৎস

সংস্থার পলিসি ম্যানুয়েল সমূহ

প্রতিবেদন পদ্ধতি

সংস্থার কাঠামো, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও পরিধি

- সংস্থার আইনগত ভিত্তি
- সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ
- সাংগঠনিক কাঠামো
- সহযোগী বিভাগসমূহ
- কর্মএলাকা
- কর্মরত কর্মী সংখ্যা
- দাতা/উন্নয়ন অংশীদার
- নেটওয়ার্কিং সদস্য
- লক্ষিত জনগোষ্ঠী
- সংস্থার আয়ের উৎস
- সংস্থার পলিসি ম্যানুয়েল সমূহ
- প্রতিবেদন পদ্ধতি

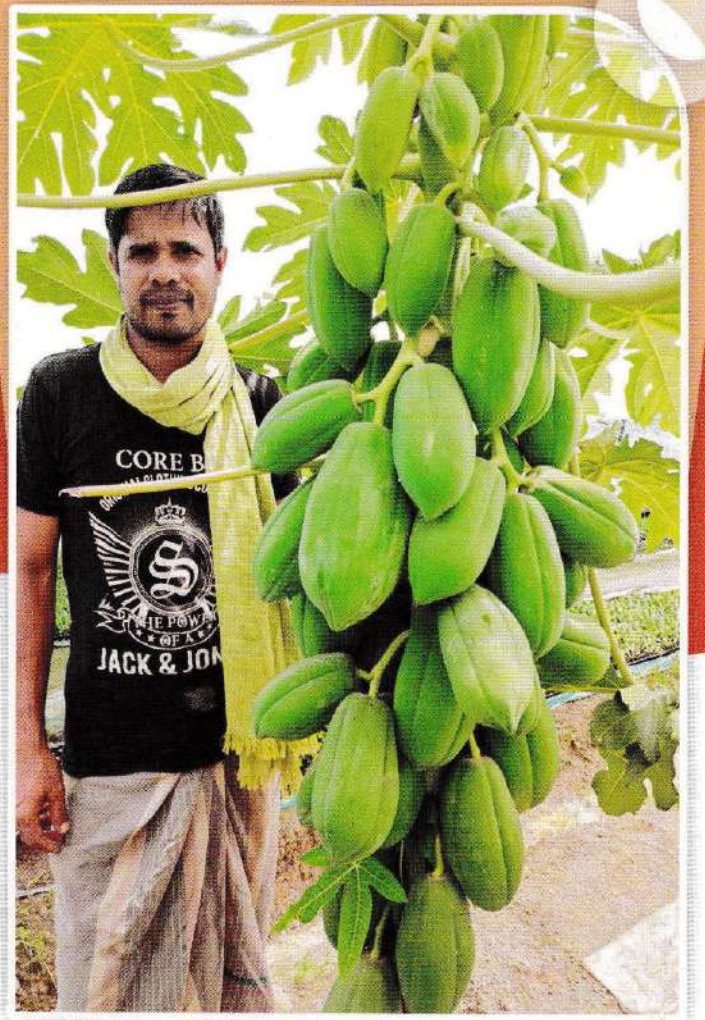

সংস্থার আইনগত ভিত্তি (নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধন সংখ্যা এবং নিবন্ধন তারিখ)

মৌসুমী ১৯৮৬ইং সালে প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে সফলতার সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

ক্র.	নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধনের তারিখ
০১	সমাজসেবা অধিদপ্তর	ঢ-০২১১৩	২০/০২/১৯৮৮
০২	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৩৯৭	২২/১০/১৯৯০
০৩	এমআরএ	০০৫৬৩-০০২২৯-০০২৪০	১৪/০৫/২০০৮

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ ও সাংগঠনিক কাঠামো

সংস্থার সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক চিন্তার মানুষের দ্বারা গঠিত পরিচালনা পর্ষদ ও সুস্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত সাংগঠনিক কাঠামো।

মৌসুমী

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের পরিচিতি

ক্র: নং	নাম, পিতার নাম, আইডি ও মোবাইল নম্বর	পদবী		পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	মোঃ সালাহ উদ্দীন পারভেজ পিতা: মোঃ ছোবেহ উদ্দিন	সভাপতি	গ্রামঃ চকএনায়েত ডাকঘর ঃ নওগাঁ সদর-৬৫০০, উপজেলা ঃ নওগাঁ সদর, জেলা ঃ নওগাঁ	সমাজকর্মী	এম.এস.সি
২	এ.কে.এম নাছরুল হুদা পিতা: মোঃ আব্দুস সামাদ প্রামানিক	সহ-সভাপতি	গ্রাম ঃ চকইলাম ডাকঘর ঃ নওগাঁ -৬৫০০ উপজেলা ঃ নওগাঁ সদর, জেলা ঃ নওগাঁ	সমাজকর্মী	এম.এস.সি
৩	মোঃ হোসেন শহীদ ইকবাল পিতা: মৃত আবুল কালাম আজাদ	সাধারণ সম্পাদক	গ্রাম ঃ সুলতানপুর, পার-নওগাঁ ডাকঘর ঃ নওগাঁ-৬৫০০ উপজেলা ঃ নওগাঁ সদর, জেলা ঃ নওগাঁ	সমাজকর্মী	এম,এস,এস
৪	মোঃ সেলিম রেজা নোমান পিতা: মৃত রেজাউল করিম চৌধুরী	কোষাধ্যক্ষ	গ্রাম ঃ চকমুক্তার, নওগাঁ ডাকঘর ঃ নওগাঁ-৬৫০০ উপজেলা ঃ নওগাঁ সদর, জেলা ঃ নওগাঁ	সমাজকর্মী	বি,এ
৫	আলাউদ্দীন আল মামুন পিতার নাম ঃ আব্দুর রউফ হাওলাদার	কার্যনির্বাহী সদস্য	গ্রাম ঃ দক্ষিণ কালিতলা, নওগাঁ ডাকঘর ঃ নওগাঁ-৬৫০০ উপজেলা ঃ নওগাঁ সদর, জেলা ঃ নওগাঁ	সমাজকর্মী	বি.এ
৬	শামীমা নাসরীন পিতা: মোঃ মোসলেম উদ্দীন আকন্দ	কার্যনির্বাহী সদস্য	গ্রাম ঃ আরজী-নওগাঁ (ঘোষপাড়া), নওগাঁ, ডাকঘর ঃ নওগাঁ-৬৫০০ উপজেলা ঃ নওগাঁ সদর, জেলা ঃ নওগাঁ	সমাজকর্মী	বি.এ
৭	মিসেস বিলকিস নাহার পারভীন স্বামী: মৃত মাজেদুল ইসলাম	কার্যনির্বাহী সদস্য	গ্রাম ঃ চকদেব (তরফদারপাড়া), নওগাঁ ডাকঘর ঃ নওগাঁ-৬৫০০ উপজেলা ঃ নওগাঁ সদর, জেলা ঃ নওগাঁ	সমাজকর্মী	এইচএসসি

কার্যনির্বাহী কমিটি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল: ০১/০১/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত।

সংস্থার কাঠামো, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও পরিধি

সাংগঠনিক কাঠামো

Organogram of Mousumi

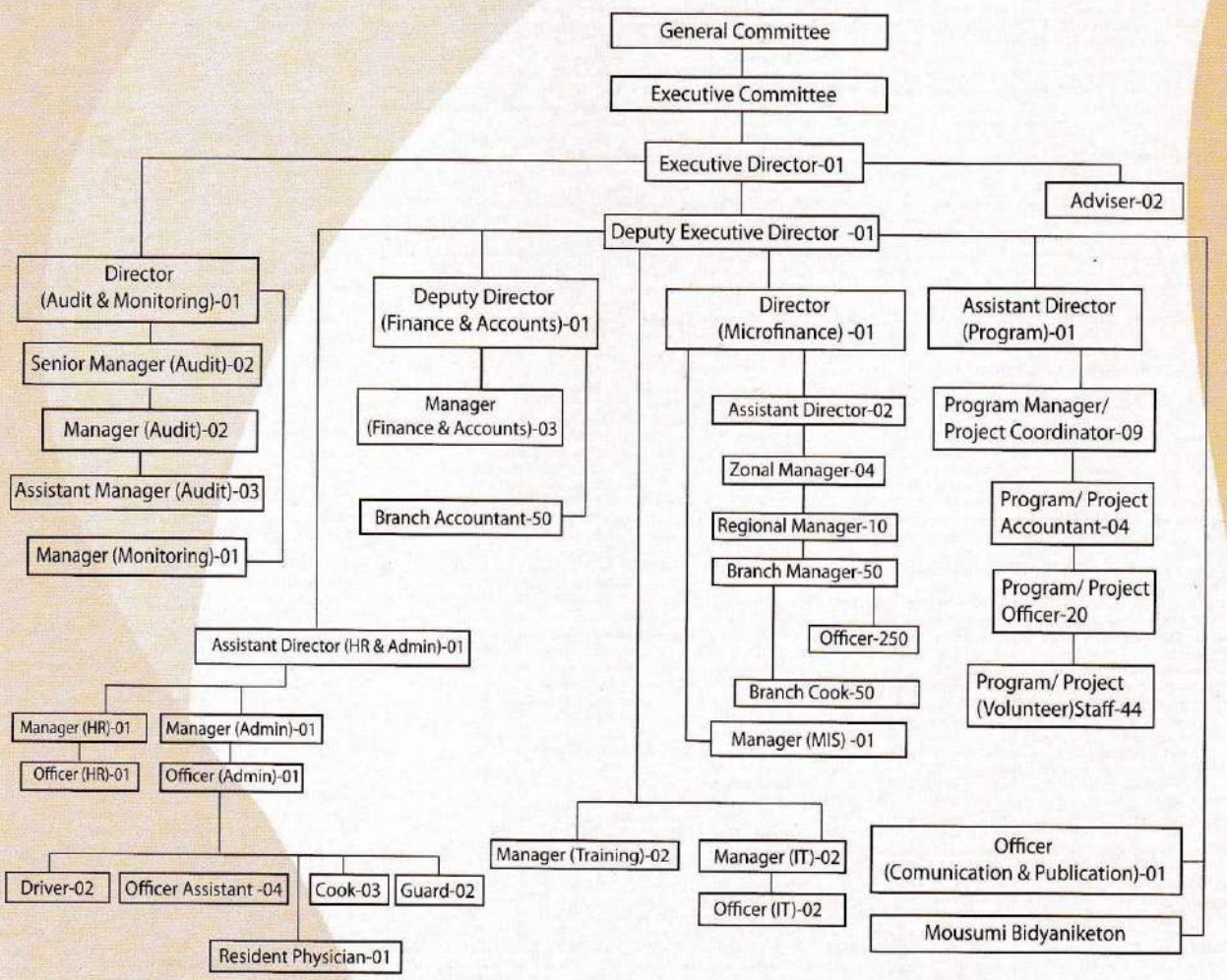

সহযোগী বিভাগসমূহ

সংস্থার কর্মসূচিসমূহ মানসম্মত, সুষ্ঠু, সুনিপুন, সুচারু ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী বিভাগ সমূহ গঠন করা হয়েছে। সকল বিভাগ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের উপর অর্পিত/প্রদত্ত দায়িত্ব ও কাজ স্বাধীনভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে সংস্থার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সচল, গতিশীল ও ত্বরান্বিতকরণের মাধ্যমে সংস্থার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। সংস্থার সহযোগী বিভাগসমূহ নিম্নরূপ:

- মানবসম্পদ বিভাগ;
- অর্থ ও হিসাব বিভাগ;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
- এমআইএস বিভাগ;
- প্রশিক্ষণ বিভাগ;
- আইটি বিভাগ;
- সমন্বিত কৃষি ইউনিট;
- শিক্ষা বিভাগ।

সংস্থার কাঠামো, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও পরিধি

কর্মএলাকা:

মৌসুমী ১৯৮৬ সাল থেকে অদ্যবধি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার প্রতিষ্ঠালগ্নে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে ৩৪টি ঋণ কর্মসূচির শাখা অফিসের মাধ্যমে দেশের ০৬টি জেলার ২৮টি উপজেলার ১৩৯টি ইউনিয়নের ৯৩৫টি গ্রামে সংস্থার কার্যপরিধি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

জেলা ভিত্তিক কর্মএলাকা বিস্তারিত বিবরণ:

ক্র. নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা
০১	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, বদলগাছী, রাণীনগর, আত্রাই, মহাদেবপুর, পত্নীতলা, নিয়ামতপুর, সাপাহার, পোরশা, ধামুইরহাট ও মান্দা	৮১	৬৫১
০২	বগুড়া	আদমদিঘী, দুপচাঁচিয়া, নন্দীগ্রাম, বগুড়া সদর, কাহালু	২১	১২৯
০৩	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল	১৪	৫১
০৪	নাটোর	নলডাঙ্গা, নাটোর সদর, সিংড়া	৯	৪৬
০৫	রাজশাহী	বাগমারা, তানোর	৭	৩৫
০৬	চাপাইনবাবগঞ্জ	নাচোল, গোমস্তাপুর	৭	২৩
মোট	০৬টি	২৮টি	১৩৯টি	৯৩৫টি

সংস্থার কাঠামো, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও পরিধি

কর্মরত স্টাফ সংখ্যা:

ক্র. নং	পদবী	নিয়মিত		খণ্ডকালীন		সর্বমোট স্টাফ	
		পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
১	নির্বাহী পরিচালক	১	০	০	০	১	০
২	উপ-নির্বাহী পরিচালক	১	০	০	০	১	০
৩	পরিচালক (ঋণ কার্যক্রম)	১	০	০	০	১	০
৪	cwiPvjK (wbixÿv I ch©‡eÿY)	1	0	0	0	1	0
৫	উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	১	০	০	০	১	০
৬	সিনি. ব্যবস্থাপক	৩	০	০	০	৩	০
৭	ব্যবস্থাপক	৩	০	০	০	৩	০
৮	সহ. ব্যবস্থাপক	২	০	০	০	২	০
৯	জোনাল ম্যানেজার	২	০	০	০	২	০
১০	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	৬	০	০	০	৬	০
১১	শাখা ব্যবস্থাপক/সমপর্যায়	৩২	০	০	০	৩২	০
১২	শাখা হিসাবরক্ষক/সমপর্যায়	২২	১২	০	০	২২	১২
১৩	অফিসার	১২২	১১	০	০	১২২	১১
১৪	সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত স্টাফ	০	০	৫	৪৫	৫	৪৫
১৫	অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প	০	০	১৫	২	১৫	২
১৬	ড্রাইভার	২	০	০	০	১	০
১৭	অফিসার সহায়ক	৪	০	০	০	৪	০
১৮	কুক	০	০	০	৩৫	০	৩৫
১৯	ক্লিনার	১	০	০	০	১	০
	সর্বমোট	২০৩	২৩	২০	৪৮	২২৩	১০৫

সংস্থার কর্মরত নারী -পুরুষ কর্মীর অনুপাত পাইচার্ট

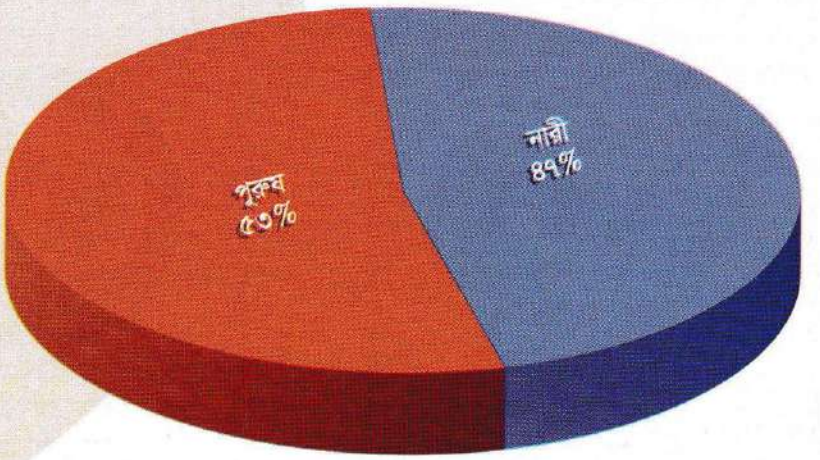

সংস্থার কাঠামো, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও পরিধি

দাতা সংস্থা / উন্নয়ন অংশীদার

THE WORLD BANK

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELPMENT

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড

নেটওয়ার্কিং সদস্য

সিডিএফ (ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম)

আইএনএম (ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য অধিদপ্তর

সংস্থার কাঠামো, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও পরিধি

লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

আমরা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র প্রান্তিক চাষী, দুঃস্থ নারী, শিশু, জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, যুবক-যুবতী, বস্তিবাসী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অসহায়দের মধ্যে প্রাথমিক লক্ষিত গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করি। আমরা সেই সকল জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করতে আগ্রহী যারা টেকসই পদ্ধতিতে নিজেদের উন্নয়ন করতে সহায়তা চায়। আমরা পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীদের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণদান সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় তথ্য-প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান তৈরি করার জন্য বিভিন্ন পরিসেবা দিয়ে থাকি। আমরা বিভিন্ন দাতা সংস্থা এবং সরকারের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করি যাতে আমাদের মানসম্পন্ন পরিষেবাগুলি লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রকল্প এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়। আমরা বৈধ পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অনুসারে আমাদের লক্ষ্যভুক্ত কর্মএলাকায় জনগোষ্ঠী সনাক্ত করি।

সংস্থার আয়ের উৎস:

১. সাধারণ পরিষদ সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা;
৩. ঋণ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ;
৪. দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান;
৫. ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চিত অর্থের সার্ভিস চার্জ;
৬. বিবিধ

সংস্থার কাঠামো, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও পরিধি

সংস্থার পলিসি ম্যানুয়েল সমূহ:

১. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা;
২. সঞ্চয় ও ঋণ নীতিমালা;
৩. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা নীতিমালা;
৪. হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা;
৫. জেন্ডার নীতিমালা;
৬. যানবাহন ঋণ নীতিমালা;
৭. ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা;
৮. গ্রাচুইটি ফান্ড নীতিমালা;
৯. শুদ্ধাচার নীতিমালা;
১০. কর্মী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা;
১১.. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ নীতিমালা;
১২. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা;
১৩. ক্রয় নীতিমালা;
১৪. কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীদের যৌন হয়রানি হতে সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা।

প্রতিবেদন পদ্ধতি:

প্রতিবেদন ধরণ	প্রতিবেদন পদ্ধতি
মাসিক প্রতিবেদন	মাসিক আর্থিক ও অগ্রগতি প্রতিবেদন
ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন	৩ মাস পর
ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন	০৬ মাস পর
বার্ষিক প্রতিবেদন	১২ মাস পর
নিরীক্ষিত বার্ষিক প্রতিবেদন	১২ মাস পর
প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন	একটি প্রকল্প সমাপ্তির পর

তৃতীয় অধ্যায়

- মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন
- মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির লক্ষ্য
- মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ
  - জাগরণ ঋণ কর্মসূচি
  - অগ্রসর ঋণ কর্মসূচি
  - অগ্রসর (এমডিপি) ঋণ কর্মসূচি
  - অগ্রসর (এমডিপি-এএফ) ঋণ কর্মসূচি
  - অগ্রসর-রেইজ ঋণ কর্মসূচি
  - বুনিয়াদ ঋণ কর্মসূচি
  - সুফলন (কৃষিভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি)
  - সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম

আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়ন

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন

'মৌসুমী' গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আর্থিক সম্পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'মৌসুমী' কাজ করছে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করছে। 'মৌসুমী' ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দলীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে, যা একটি এলাকার/সমাজের উপকারভোগীদের একত্রিত হয়ে উন্নয়নের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে সাহায্য করে। সংস্থার এই কর্মসূচির আওতাধীন অধিকাংশ উপকারভোগীই নারী। তবে কিছু সংখ্যক পুরুষ উপকারভোগীও আছে যাদের সাথে এককভাবে কাজ করা হয়। এই কর্মসূচির আওতাধীন উপকারভোগীদের কোন ধরণের বন্ধকী ছাড়াই ঋণ দিয়ে থাকে। বর্তমানে সংস্থা এই কর্মসূচিটি ১২টি কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে পিকেএসএফ এর অর্থায়ন ছাড়াও ১টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এর অর্থায়ন রয়েছে।

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির লক্ষ্য:

এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের সংস্থান এবং স্ব-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা করে তাদের জীবিকা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিত করা।

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ:

- ✓ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সেবা পৌঁছানো;
- ✓ নারীর ক্ষমতায়ন;
- ✓ আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল পরিবার তৈরি;
- ✓ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ✓ কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;
- ✓ দরিদ্রদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহিত করা;
- ✓ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সৃষ্টি করা;
- ✓ ব্যবসা উন্নয়ন সেবা প্রদান;
- ✓ উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ।

এক নজরে সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি (৩০ জুন ২০২৩ইং পর্যন্ত)

ক্রমিক	বিষয়	পরিমাণ
০১	শাখার সংখ্যা	৩৩ টি
০২	সমিতির সংখ্যা	১৮২২ টি
০৩	সমিতি সদস্য	৩৭৭৩৮ জন
০৪	ঋণ গ্রহীতা	৩১৭৬৪ জন
০৫	সঞ্চয় সংগ্রহ (বর্তমান বছর)	৪৭৭৬৩৪০৫২/- (টাকা)
০৬	সঞ্চয় সংগ্রহ (ক্রমপঞ্জিভূত)	১৬৯৭৯৪৪৬৭৮/- (টাকা)
০৭	সঞ্চয় ফেরত (বর্তমান বছর)	৩৩২৪২৭০৭০/- (টাকা)
০৮	ঋণ বিতরণ (বর্তমান বছর)	২৮৫৭৭৮৬০০০/- (টাকা)
০৯	ঋণ বিতরণ (ক্রমপঞ্জিভূত)	১২৩৮৮৩৯৯০০০/- (টাকা)
১০	সঞ্চয় স্থিতি	৫৯৮৯৩৩০৯১/- (টাকা)
১১	ঋণ স্থিতি	১৬২৯১৩৩৬৪৫/- (টাকা)
১২	ঋণের গড় আকার	৫১২৮৯/- (টাকা)
১৩	ঋণ আদায়ের হার	৯৯.৮৭%
১৪	কর্মসূচির আওতাধীন জেলার সংখ্যা	৬ টি
১৫	কর্মসূচির আওতাধীন উপজেলার সংখ্যা	২৮ টি
১৬	কর্মসূচির আওতাধীন ইউনিয়নের সংখ্যা	১৩৯ টি
১৭	কর্মসূচির আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা	৯২৯ টি

কম্পোনেন্ট ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও স্থিতি তথ্য (জুলাই ২০২২ইং - জুন ২০২৩ইং পর্যন্ত)

কম্পোনেন্ট	মোট সদস্য	ঋণী সদস্য (জন)	টাকার পরিমাণ		ঋণ আদায়ের হার
			ঋণ বিতরণ	ঋণ স্থিতি	
জাগরণ	১৬৪৭৭	৮৮১৫	৩০১৩৯৫০০০/-	১৬৬৪৪৩৬১১/-	৯৯%
অগ্রসর	১৪৪১৭	৬৩০৯	১১০৩৬৮৫০০০/-	৭৩১৬৪৫৩৬৮/-	৯৯%
অগ্রসর- এমডিপি	২৩৪	২৩৪	৫৬৩৭০০০০/-	২১৭৯৫৬৭০/-	৯৯%
অগ্রসর- এমডিপি-এএফ	৩৮৮	৩৮৮	৮৫৭২০০০০/-	৫৮৪০৮৯৪৬/-	১০০%
অগ্রসর- রেইজ	৬৮৮	৬৮৮	৭৪৫২১০০০/-	৫০৪৮৫৪৮১/-	১০০%
বুনিয়াদ	২৯৯৪	১৯৬৭	৫০৫৭১০০০/-	২৬২৪৫০৭১/-	৯৯%
সুফলন	০	১০৯৬৮	১০৮২৪৭৯০০০/-	৫০০৮৭৯৩৫৪/-	৯৯%
সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম	১৩০৬	১০৬০	৯৫০১৫০০০/-	৫১৩৭০১৬৪/-	৯৯%
এলআরএল	১২৩৪	১২৩৪	২৪২৬০০০/-	২০৩১৭১৫০/-	১০০%
এসিএল	০	৬২	৪৭০১০০০/-	১৫০৯০০০/-	১০০%
এলআইএল	০	৩৯	৯০৩০০০/-	৩৩৮৩০/-	১০০%
মোট=	**৩৭৭৩৮**	**৩১৭৬৪**	**২৮৫৭৭৮৬০০০/-**	**১৬২৯১৩৩৬৪৫/-**	

আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়ন

বিগত ০৫ বছর সংস্থার ঋণ কর্মসূচির প্রবৃদ্ধি (২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত)

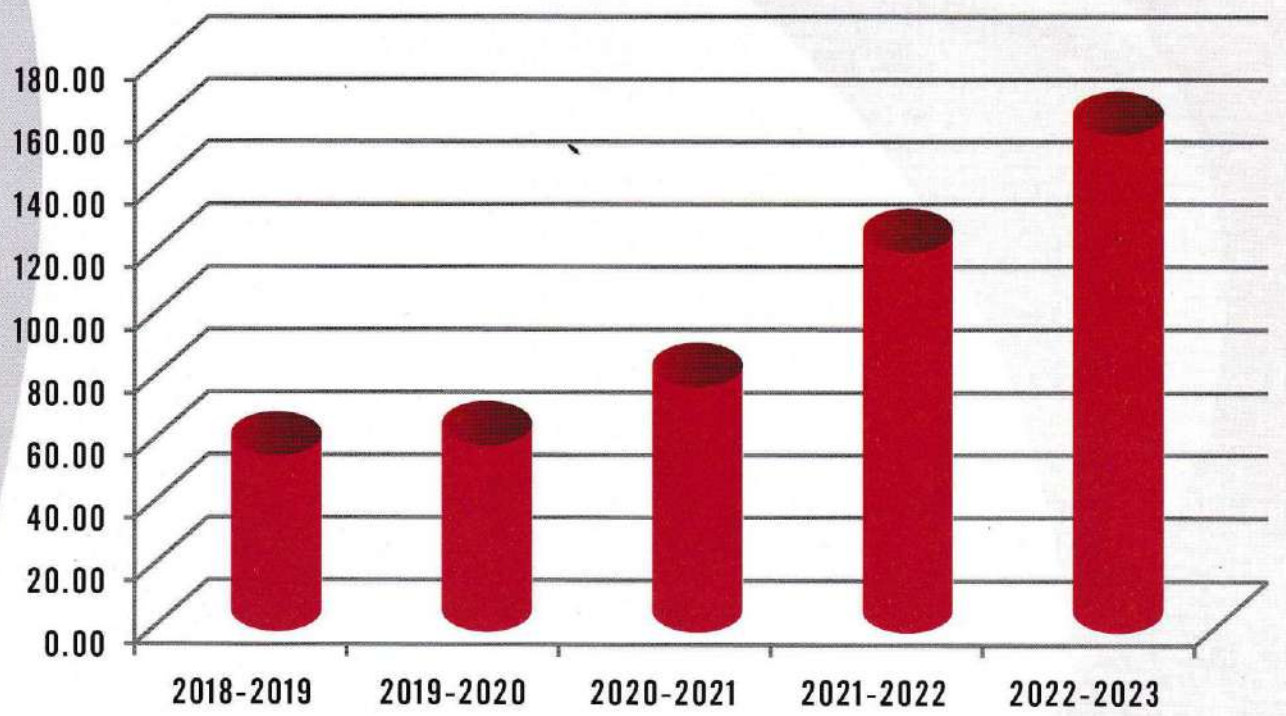

সঞ্চয় সংগ্রহ (চলতি অর্থ বছর-২০২২-২০২৩)

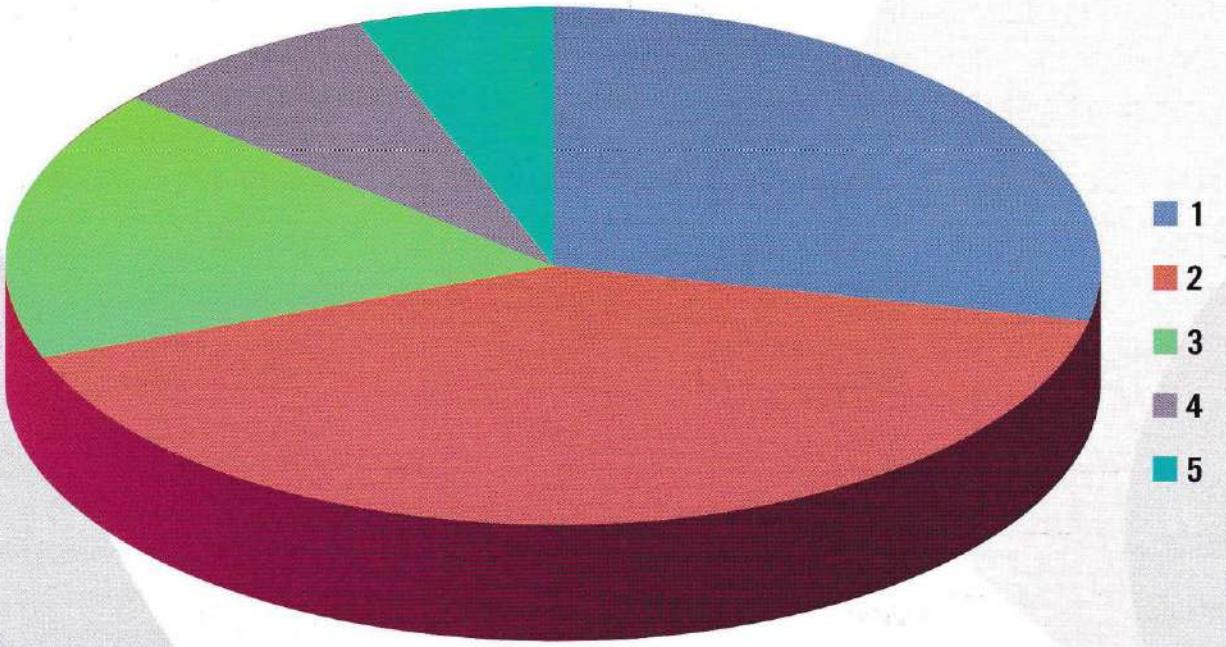

আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়ন

জাগরণ ঋণ কর্মসূচি:

জাগরণ কর্মসূচির আওতায় দেশের ০৬টি জেলায় ৩৩টি শাখার মাধ্যমে দরিদ্র ও বাছাইকৃত সদস্য (যাদের বেশিরভাগ মহিলা) কর্মসংস্থান ও উপার্জনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। এ'কর্মসূচির আওতায় সর্বোর্চ্চ ৬৯ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে এ'কর্মসূচির সদস্য সংখ্যা ৬৩৭৪ জন এবং মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ১৬,৫৬,৯৯,২৩৭/- টাকা।

এই খাতে ঋণ বিতরণের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- ❖ নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা;
- ❖ দরিদ্র পরিবারের আয় বাড়ানো;
- ❖ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

অগ্রসর ঋণ কর্মসূচি:

প্রকল্প/ উদ্যোগের সম্ভাবনা অনুযায়ী ৭০ হাজার হতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে এ'কর্মসূচির সদস্য সংখ্যা ৩১৫৩ জন এবং মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৭২২,৮৩৯,৪৫৮/- টাকা।

অগ্রসর (এমডিপি) ঋণ কর্মসূচি:

অগ্রসর (Microenterprise Development Project - MDP) কর্মসূচি এলাকা ভিত্তিক/গুচ্ছ ভিত্তিক কৃষি/কৃষি পণ্য/প্রাণী/মৎস্য খাত/ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগকে সহজভাবে বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ' খাত হতে অর্থায়ন করা হয়। প্রকল্প/উদ্যোগের সম্ভাবনা অনুযায়ী ৭০ হাজার হতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ঋণের সার্ভিস চার্জ ২৪% ক্রম হ্রাসমান পদ্ধতিতে। বর্তমানে এ'কর্মসূচির সদস্য সংখ্যা ৩৪৯ জন এবং মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ১৬,৪১১,৫৪৯/- টাকা।

অগ্রসর (এমডিপি-এএফ) ঋণ কর্মসূচি:

অগ্রসর (Microenterprise Development Project- Additional Financing MDP-AF) কর্মসূচি এলাকা ভিত্তিক/গুচ্ছ ভিত্তিক কৃষি/কৃষি পণ্য/প্রাণী/মৎস্য খাত/ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগকে সহজভাবে বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ' খাত হতে অর্থায়ন করা হয়। তবে এই প্রকল্পে শুধুমাত্র কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প/উদ্যোগের সম্ভাবনা অনুযায়ী ৭০ হাজার হতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ঋণের সার্ভিস চার্জ ১৮% ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে নেওয়া হয়। বর্তমানে এ'কর্মসূচির সদস্য সংখ্যা ৩৪৯ জন এবং মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ১৬,৪১১,৫৪৯/- টাকা।

অগ্রসর-রেইজ ঋণ কর্মসূচি:

কোভিড-১৯ এর কারণে লকডাউন এবং এর প্রভাবে ব্যবসার কর্মকাণ্ড অন্ততপক্ষে ৪ সপ্তাহ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকা, অনিয়মিত কিস্তি পরিশোধ কিংবা কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া, এক প্রান্তিকে অন্তত ০২ বার ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ এবং কর্মীদের বেতন দিতে অপারগ হওয়ায় ফলে জনবল ছাঁটাই করা এবং ইতোপূর্বে 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ'-এর আওতায় পিকেএসএফ বা সরকারি কোনও উৎস হতে ঋণ পায়নি। সংস্থার এ জাতীয় পূর্ববর্তী ঋণগ্রহীতা তথা যারা কোভিডে ক্ষতিগ্রস্থ এবং তাদের ব্যবসার কার্যক্রম পুনরায় সচল করার জন্য আর্থিক সহায়তা চাহিদা সম্পন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী হিসাবে নির্বাচন করে ঋণের আওতায় আনা হয়েছে। তবে এর পূর্বে লক্ষ্যভুক্ত সদস্যদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে অগ্রসর-রেইজ কর্মসূচির আওতায় তাদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে এই কর্মসূচির আওতায় ঋণী সদস্য সংখ্যা ০০০০ জন এবং ঋণস্থিতি ৪৯,৩৫৯,৮৫১ টাকা।

আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়ন

বুনিয়াদ ঋণ কর্মসূচি:

মূলত অতিদরিদ্র মানুষকে উন্নয়নের মূলশ্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য এটি একটি নমনীয় ঋণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো নমনীয় ঋণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকালীন ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি, পুষ্টি সহায়তা, আইজিএ ইনপুট সহায়তা, আইজিএ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ প্রদান করা। মূলত উপকারভোগীগণ আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে সক্ষমতা অর্জন করেন। এই খাতে ঋণ বিতরণের পরিসীমা ৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা।

সুফলন (কৃষিভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি):

এ'কর্মসূচির আওতায় ঋণ সেই সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রদান করা হয় যারা সরাসরি কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত বা কৃষিকে পেশা হিসাবে নিয়েছে। সুফলন ঋণ মৌসুমভেদে বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম বা সেক্টরে বিতরণ করা হয়ে থাকে। যেমন- শস্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, বিশেষায়িত কৃষি ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ১ লক্ষ টাকা। এ'কর্মসূচির সদস্য সংখ্যা ৭৭৩৭ জন এবং মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৪৯,২৪,১০,০৫৯/- টাকা।

সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম:

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে সমন্বিত সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কম্পোনেন্ট অন্যতম। পরিবার পর্যায়ে আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন খাতে নমনীয় ঋণ (প্রধানত: আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ড, সম্পদ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন) প্রদান করা হয়; যেমন বন্ধু চুলা, ব্লাকবেঙ্গল ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, গৃহ নির্মাণ, স্বচ্ছল জীবন-যাপন, টিউবওয়েল স্থাপন, বাড়ি-ঘর মেরামত, চিকিৎসা, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি খাতে ঋণের পরিমাণ থাকে ১০,০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০০/- টাকা (দশ হাজার থেকে দশ লক্ষ)। বিগত ০৯ বছরে এই প্রকল্পে মানুষের আয় বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নসহ অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনে বিশেষ অবদান রেখেছে। বর্তমানে এ'কর্মসূচির আওতায় আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ড সদস্য সংখ্যা ৪১১ জন এবং মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৩০,১৬৩,০০০/- টাকা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সদস্য সংখ্যা ১২৪ জন এবং ঋণস্থিতি ১,৫০৯,০০০/- টাকা।

চতুর্থ অধ্যায়

➢ **সংস্থার চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও কর্মসূচিসমূহ**

- দারিদ্রতা দূরিকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি কর্মসূচি)
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
- সমন্বিত কৃষি ইউনিট
- মৌসুমী কৈশোর কর্মসূচি
- Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) "নিরপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প।
- Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) Project.

সংস্থার চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

দারিদ্রতা দূরিকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি কর্মসূচি)

সমৃদ্ধি কর্মসূচিটি একটি ইউনিয়নে একটি সহযোগী সংস্থা এই নীতির উপর ভিত্তি করে দরিদ্র মানুষের পরিবার সমূহের সার্বিক উন্নয়নকে লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম দিকে সমৃদ্ধি কর্মসূচিটি সমষ্টিগত উন্নয়নের পদ্ধতি হিসেবে শুরু করা হয়েছিল। ঐ সময়ে এই কর্মসূচির মাধ্যমে শুধুমাত্র দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়। পরবর্তীতে সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমষ্টিগত উন্নয়ন পদ্ধতি থেকে সার্বিক উন্নয়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয় এবং একটি ইউনিয়নের সকল খানার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। 'মৌসুমী' পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার চেরাগপুর ইউনিয়নে কর্মসূচিটি শুরু করে।

কর্মসূচির লক্ষ্য:

সমৃদ্ধি কর্মসূচির লক্ষ্য শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ নয় বরং মানবজীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি যথা: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যুব উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি দিকগুলিকে লক্ষ্যে রেখে সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন।

কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য:

এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে-অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা; যাতে প্রথমে তারা তাদের প্রাপ্ত সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন। ক্রমে সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে টেকসই ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে চলতে পারেন এবং প্রত্যেকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

উপকারভোগী:

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলাধীন চেরাগপুর ইউনিয়নের দরিদ্র, অতিদরিদ্র সহ সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠী।

কর্মসূচির আওতায় কম্পোনেন্ট সমূহ:

- স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম;
- শিক্ষা কার্যক্রম;
- সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও
- সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম।

সংস্থার চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম:

মৌসুমী সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে চেরাগপুর ইউনিয়নের শতভাগ খানার সকল সদস্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়োজিত ০২জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তার আওতায় ১৪জন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিটি খানার সদস্যগণ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিদিন ১ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক কমপক্ষে ২০টি খানা পরিদর্শন করেন ও খানার সদস্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে চিকিৎসা গ্রহনের পরামর্শ নিশ্চিত করছে। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সমৃদ্ধিভূক্ত ইউনিয়ন সমূহের সমৃদ্ধি কর্মসূচির ইউনিট অফিসে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার ব্যবস্থাপনায় স্ট্যাটিক ক্লিনিক পরিচালিত হয়। প্রতি দুই সপ্তাহে একজন এমবিবিএস ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় ১টি করে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়। কর্ম এলাকায় রোগের প্রকোপ অনুযায়ী প্রতি বছর ৫টি করে স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এসব ক্যাম্পে চক্ষু, ডায়াবেটিকস, হৃদরোগ, দন্তরোগ, শিশুরোগ, চর্মরোগ ও গাইনি বিষয়ক রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন

বিবরণ	ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভুত
স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্তৃক খানা পরিদর্শন	সংখ্যা	২৬৪০৫৪
স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা/উঠান বৈঠক আয়োজন	সংখ্যা	৬৪১৯
স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	সংখ্যা	৩২৭৪
স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	জন	২৬৮৭৫
স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	সংখ্যা	৬৯২
স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	জন	২৬৭৫২
সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন	সংখ্যা	৩১
সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী	জন	৫৭৫০
বিশেষ চক্ষুক্যাম্প আয়োজন	সংখ্যা	৮
বিশেষ চক্ষুক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী	জন	১৩৮৯
বিশেষ চক্ষুক্যাম্পে ছানী অপারেশন	জন	২১০
গর্ভবতী মহিলা সেবা গ্রহণকারী	জন	৪০২৮
সেবা গ্রহণকারী দুগ্ধদানকারী মা	জন	২৬৭০৯
ডায়াবেটিস পরীক্ষা	জন	৯৩৫৮
প্রেশার পরিমাপকারী	জন	৮৯৩৫৪

শিক্ষা কার্যক্রম:

বিবরণ		ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভুত
চলমান শিক্ষাকেন্দ্র		সংখ্যা	৩০
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র	জন	৩৬২
	ছাত্রী	জন	৪৩৭
উপস্থিতির শতকরা হার		%	৮৪%
অভিভাবক সভা আয়োজন		সংখ্যা	২৯৪৫

'মৌসুমী' সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ১টি ইউনিয়নে ২৫টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে কেন্দ্রপ্রতি শিশু, ১ম ও ২য় শ্রেণির সর্বোচ্চ ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে দৈনিক বিকাল ৩:০০টা থেকে ৫:০০টা পর্যন্ত দুই ঘন্টাব্যাপী পাঠদান করে। স্থানীয় পর্যায়ের কমপক্ষে এসএসসি পাশ কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগদান করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলো ফলোআপ করার জন্য একজন শিক্ষা সুপারভাইজার নিয়োজিত আছেন। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য অভিভাবক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিয়ত স্কুলের খোঁজ-খবর নেওয়াসহ ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

শিক্ষার আলোয় নিশিতা রাণীর পরিবারে সমৃদ্ধির হাসি:

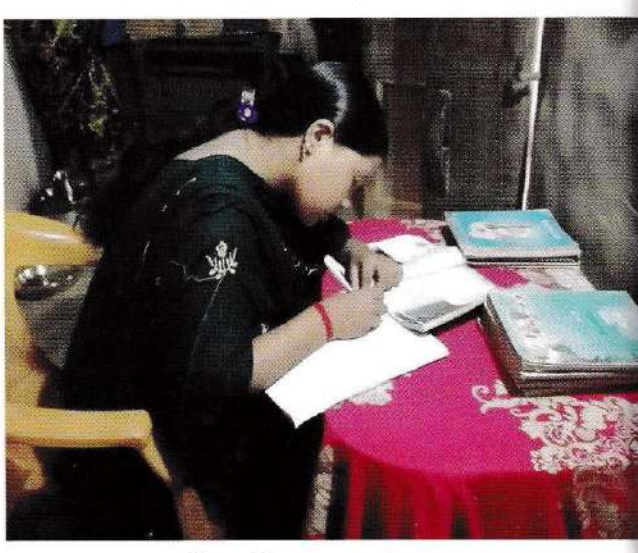

মৌসুমী সংস্থা গরিব মানুষে পাশে এসে দাঁড়ান তাদের অধিকার রক্ষায়। কিন্তু চেরাগপুর পিছিয়ে ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অনান্য মৌলিক সুবিধা থেকে। এমনি এক অবহেলিত গ্রাম মধুপুর, গ্রামের সিংহভাগ মানুষ দিনমজুর ও কৃষিকাজের সাথে জড়িত। মৌসুমী সংস্থার উদ্যোগে চেরাগপুর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২০১৪ সাল হতে শিক্ষা সহায়তা হিসাবে পাঠদান করে আসছে। স্কুলের পাঠদান সহজতর করার লক্ষ্যে অতিদরিদ্র সদস্যদের ছেলে মেয়েদের শিশু শ্রেণি হতে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। মৌসুমীসমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্ম এলাকা নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলাধীন চেরাগপুর ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের শিক্ষার্থী নিশিতা রাণী, পিতা: শ্রী নিরেণ চন্দ্র বর্মণ। সে পড়াশুনায় ছিল দুর্বল, যার দিক নির্দেশনা দেবার মত কেউ ছিল না, মেধাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভালো ফলাফল করতে পারত না। মৌসুমী শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষিককের সহায়তায় সে পড়াশুনা করে আজ জিপিএ-০৫ পেয়ে বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রীণিতে অধ্যায়ন রত আছে। তার পিতা শ্রী নিরেণ চন্দ্র বর্মণ একজন কৃষক, তার মাতা শ্রীমতি সাধনা রাণী গৃহিনী, ৪ সদস্যর মধ্যে ২ সন্তানের পড়া লেখার খরচ চালাতে পরিবারের প্রায় হিমসিম খেতে হয়। পরিবারের নিশিতা ২য় সন্তান, বাবা মার ইচ্ছা ছিল তাকে পড়াশুনা করানোর কিন্তু তাকে ভালো কোন টিচার দিয়ে পড়াশুনা করানোর সমর্থ ছিলনা। তিনি খোঁজ পেয়ে সমৃদ্ধি শিক্ষিককের সরনাপন্ন হলেন এবং তাকে মধুপুর শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করেন। শিক্ষিককের দিক নির্দেশনায় ও নিজ প্রচেষ্ঠায় পি এস সি তে জিপিএ-০৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে তিনি ধনজইল উচ্চ বিদ্যায়লে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যায়নরত আছেন। জিপিএ-০৫ পেয়ে তার পরিবার মৌসুমী ও পিকেএসএফ এর নিটক চিরকৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন। নিশিতার ইচ্ছা ডাক্তার হওয়ার, পড়াশুনা করে তার গ্রাম ও সমাজের সেবা করতে পারেন এ কামনায় সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী। তার সুন্দর পথচলা আমরা কামনা করি।

সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:

সামাজিক উন্নয়ন কম্পোনেন্টের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, লক্ষ্যভুক্ত কামিউনিটির সার্বিকভাবে সামাজিক উন্নয়ন। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: উদ্যমী সদস্য (ভিক্ষুক) পুনর্বাসন, বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম, উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সকল শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন, জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্রিজ নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে এ্যাডভোকেসি করা, পরিবার পর্যায়ে বন্ধু চুলা স্থাপন এবং সোলার লণ্ঠন সরবরাহ ও ব্যাপক ব্যবহারে মাইকিং ও পথসভা, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি পর্যায়ে সভা ও উঠান বৈঠক, বাল্যবিবাহ রোধ, গ্রাম আদালত, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও জনঅংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন কার্যকর করতে ইউপি'র সাথে সভা ও কাউন্সিলিং, সামাজিক দায়িত্ব পালনে এ্যাকশান পয়েন্ট নেয়া ও বাস্তবায়ন, সমৃদ্ধি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ। সর্বোপরি পর্যায়ক্রমিকভাবে এসব উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এলাকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন এবং অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে।

উদ্যোমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম:

সমাজের সবচেয়ে নিচু বৈধ কাজ হলো ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষুকদের কোন আত্মমর্যাদা থাকে না। সংস্থা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মহাদেবপুর উপজেলার চেরাগপুর ইউনিয়নে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

এক নজরে উদ্যোমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম:

ক্র. নং	উদ্যোমী সদস্য নাম	পুনর্বাসন এর তারিখ	পরিবারে প্রদত্ত সহায়তা	সমমূল অর্থের পরিমাণ (টাকা)	বর্তমান মাসিক গড় আয়
০১	মো. কাছিমুদ্দিন	২০/০৫/২০১৬	ভ্যান গাড়ী (চার্জার), গাভী, জমি (বন্ধক)	১ লক্ষ টাকা	৬০০০/-
০২	মোছা. ছামেনা বেওয়া	২০/০৫/২০১৬	ভ্যান গাড়ী (চার্জার), গাভী, ভেড়া	১ লক্ষ টাকা	৫০০০/-
০৩	শ্রীমতি গৌরীবালা	২৪/০৬/২০১৭	গাভি, প্রজনন পাঠা, ঝালমুড়ি ব্যবসা	১ লক্ষ টাকা	১২০০০/-
০৪	মোছা. জরিনা বেগম	২৪/০৬/২০১৭	গাভি ও ছাগল, প্রজনন পাঠা	১ লক্ষ টাকা	৮০০০/-
০৫	শ্রীমতি ইন্দ্রবালা	২৪/০৬/২০১৮	গাভি, প্রজনন পাঠা, সেলাই মেশিন, ক্ষুদ্র ব্যবসা	১ লক্ষ টাকা	১৩০০০/-
০৬	মিরা রাণী	২৪/০৬/২০১৮	ভ্যান গাড়ী (চার্জার), গাভী, ছাগল	১ লক্ষ টাকা	১৪০০০/-
০৭	চন্দনা দেবনাথ	২০/০৫/২০১৯	দোকান,গাভী, ভেড়া,জমি (বন্ধক)	১ লক্ষ টাকা	১১০০০/-
০৮	বুদি বালা	২০/০৫/২০১৯	ভ্যান গাড়ী (চার্জার), গাভী, ছাগল, জমি (বন্ধক)	১ লক্ষ টাকা	১২০০০/-

মানব মর্জাদায় শিক্ত একসময়ের উদ্যোমী সদস্য শ্রীমতি চন্দনা দেবনাথ

চন্দনা দেবনাথ নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার চেরাগপুর ইউনিয়নের চেরাগপুর গ্রামের বাসিন্দা। ১৫/১৬ বছর বয়সে চন্দনা দেবনাথের বিয়ে হয় পাশের গ্রামের বুদ্দেশ্বর সাথে। তাঁর স্বামীর নির্দিষ্ট কোন পেশা ছিল না। মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। দুই সন্তান নিয়ে তাদের সংসার ভালোই চলছিল। তার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। ছেলে ও মেয়ে লেখাপড়া করছে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তার পরিবারে নেমে আসে হতাশার ছাপ। সঙ্গত কারণে তার ভাগ্যে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এক পর্যায়ে তার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেক চিকিৎসা করেও তার স্বামী সুস্থ হয়নি। পরবর্তীতে জানা যায়, তার স্বামী ক্যান্সারে আক্রান্ত। সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তার স্বামী। তাই স্বামীর অসুস্থতাজনিত কারণে সংসারে আয়-রোজগার করার আর কেউ রইলো না। শুরু হলো নিত্য অভাবের সাথে তার বসবাস। এখন থেকে প্রায় ৮ বছর আগে দুই ছেলে মেয়ে রেখে তাঁর স্বামী মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে পড়তে হয় চরম আর্থিক দৈন্যতার মধ্যে। তিনি (চন্দনা দেবনাথ) বিভিন্ন জায়গায় কাজের চেষ্টা করেও কাজ যোগাড় করতে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে নিরুপায় হয়ে শিশু সন্তানদের বাঁচানোর তাগিদে চন্দনা দেবনাথ ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নেন। পেটের দায়ে অন্যের নিকট হাত পাতলেও, মন এতে সাঁয় দেয় না। ভিক্ষাবৃত্তি করতে তার ভালো লাগে না। তিনি এমন কোন কাজ খুঁজছিলেন যা দিয়ে তিনি তার সংসার চালাতে পারেন। কাজের অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি করেই চলতে থাকে তার জীবন সংগ্রাম।

২০১৯ সালে মৌসুমী চেরাগপুর সমৃদ্ধি কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রক্রিয়া অনুযায়ী চন্দনা দেবনাথকে ভিক্ষুক পূর্নবাসন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি বন্ধক ৩৫০০/- টাকা, ক্ষুদ্র ব্যবসা বাবদ ২৪০০/-টাকা, গাভী ক্রয় ও গাভীর ঘর মেরামত বাবদ ৪১০০০/- টাকা মোট =১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়।

বর্তমানে তিনি জমিতে ধান চাষ ও গাভীর দুধ এবং প্রতি মাসে দোকান থেকে গড়ে মাসে ১১০০০/- টাকা করে আয় করছেন। এর পাশাপাশি চন্দনা দেবনাথ এর ছেলে বিপ্লব সমৃদ্ধি কর্মসূচির পরামর্শে এসএসসি পাশ করার পরে পশু চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং এলাকায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন। তার প্রতিদিনের আয় এবং ছেলের চিকিৎসা সেবার আয় থেকে একটি মোটর সাইকেল, একটি ফ্রিজ, একটি টিভিসহ আরও অনেক আসবাস পত্র ক্রয় করেছেন এবং সম্মানজনক জীবন যাপন করছেন। চন্দনা দেবনাথ তার পরিবারের যাবতীয় চাহিদা মিটিয়ে প্রতি সপ্তাহে ৫০০/- টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা করছেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেরিয়ে এসে নিজে আয় করে ভালোভাবে সংসার চালাচ্ছেন।

সমাজে এখন তার সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তিনি পরিবারের দুইজন সদস্য নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করছেন। লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে তার সন্তানদের কলেজে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। তারা মানুষ হতে পারলে নিজের কষ্টগুলো তিনি ভুলে যেতে পারবেন। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা মৌসুমী এর সহযোগিতায় চন্দনা দেবনাথ ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে মর্যাদাপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন। এজন্য মৌসুমী ও পিকেএসএফ কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশেষ সঞ্চয় কর্মসূচি:

'সমৃদ্ধি'র ছোঁয়া থেকে বাদ যাবেনা কেউ' এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিবেচনা করে কর্মসূচিভূক্ত চেরাগপুর ইউনিয়নে দরিদ্র/হতদরিদ্র পরিবার, বিধবা, নারী প্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী আছে এমন পরিবার সমূহে ২ বছর মেয়াদী বিশেষ সঞ্চয় স্কীম চালু করা হয়েছে। উল্লেখিত পরিবার প্রধান তার নিজ নামে সরকারি যেকোনো ব্যাংকে প্রতি মাসে নির্ধারিত (বিশ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ) যত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, দুই বছর শেষে সমৃদ্ধি কর্মসূচি থেকে ঐ পরিবার ঠিক ততো টাকার অফেরতযোগ্য সহযোগিতা পাবে। এই টাকা দিয়ে পরিবারটি যেকোনো একটি আয়বৃদ্ধিমূলক স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করতে পারবে। প্রতিবেদনকালীন কর্মসূচির আওতায় চেরাগপুর ইউনিয়নে বিশেষ সঞ্চয়ী পরিবারের সংখ্যা ২৪টি।

বিবরণ		ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভূত
বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমে সদস্য সংখ্যা	প্রতিবন্ধী	সংখ্যা	১৩
	নারী প্রধান	সংখ্যা	১১
	অন্তর্ভুক্ত মোট সদস্য	সংখ্যা	২৪
অনুদানসহ সঞ্চয় ফেরত	সদস্য	সংখ্যা	২৪
	সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ	টাকা	৫২১১৯৭
	অনুদানের পরিমাণ	টাকা	৪৫৭৯৬৬
	মোট টাকার পরিমাণ	টাকা	৯৭৯১৬৩

সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে আমার বিশেষ সঞ্চয়ে

শাহনাজ পারভীন পিতা: মৃত. মহির উদ্দিন বয়স ৪৫ বছর তিনি একজন মৌসুমী সংস্থার উপকারভোগী। সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য পরির্দক তাহার বাড়ি পরির্দশন করিতে গিয়ে দেখেন, তিনি এক জন হতদরিদ্র ও মহিলা প্রধান সদস্য। তার স্বামী নেই এবং তার পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। তার পরিবারের উর্পাজনকারী কেউ নেই। তিনি গৃহিনীর কাজ করে সংসার চালায়। তাই তার নিজের বাড়ির অবস্থা চিন্তা করে তাকে বিশেষ সঞ্চয় ম্যাচিং অনুদান সর্ম্পকে তার সাথে আলোচনা করা হয়। মৌসুমী সংস্থার স্বাস্থ্য পরির্দশক প্রতিভা রানী অফিসে তথ্য প্রদান করেন এবং তার জন্য কি করা যায় ভাবতে থাকে। এক পর্যায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিবার ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করা হয় । সে সময় শাহনাজ পারভীন কে একটি দুই বছর মেয়াদে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়।

প্রতি মাসে তিনি ১০০০/- টাকা করে দুই বছরে মোট ২৪,০০০/- টাকা জমা করেন এবং মেয়াদ পুরনের কারনে অফিস থেকে আরোও ২০,০০০/- টাকা প্রদান করেন, সবমিলে তার মোট টাকার পরিমান ৪৪,০০০/- টাকা দিয়ে সে একটি গরু ক্রয় করে। বর্তমানে গরুটির একটি বাচ্চা হয়েছে। সে দৈনিক দুধ বিক্রয় করে ২০০/= টাকার। সে টাকা দিয়ে সংসার চালাচ্ছে। সুতরাং বাস্তবায়িত কর্মসূচির মাধ্যমে তার নিজের এবং এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটেছে ও লাভবান হয়েছে।

সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম:

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে সমন্বিত সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কম্পোনেন্ট অন্যতম। পরিবার পর্যায়ে আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন খাতে নমনীয় ঋণ (প্রধানত: আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ড, সম্পদ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন) প্রদান করা হয়; যেমন বন্ধু চুলা, ব্লাক- বেঙ্গল ছাগল পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, গৃহ নির্মাণ, স্বচ্ছল জীবন-যাপন, টিউবওয়েল স্থাপন, বাড়ি-ঘর মেরামত, চিকিৎসা, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি খাতে ঋণের পরিমাণ থাকে ১০,০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০০/- টাকা (দশ হাজার থেকে দশ লক্ষ)। বিগত ০৯ বছরে এই প্রকল্পে মানুষের আয় বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নসহ অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনে বিশেষ অবদান রেখেছে। বর্তমানে এ'কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ২৪৯,৫০৩,০০০/- এবং এর বিপরীতে ঋণস্থিতি ৫৪,৪০৩,৯৪৭/- টাকা।

সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

বিবরণ		ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভূত
আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন	ব্যাচ	সংখ্যা	৩১
	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জন	৭১৪
ভার্মি কম্পোস্ট	প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপন	সংখ্যা	১০০
	উৎপাদন	কেজি	৩০৭৫

বিবরণ	ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভূত
সক্রিয় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	সংখ্যা	৩
সক্রিয় বন্ধুচুলা	সংখ্যা	৮৯৭
সক্রিয় সোলার হোম-সিস্টেম	সংখ্যা	৩৫৩

সংস্থার চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

'মৌসুমী' সংস্থা পিকেএসএফ'র আর্থিক সহায়তায় নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলাধীন চেরাগপুর ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মানবিক ও আর্থিক উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এর সাথে সঙ্গতি রেখে পিকেএসএফ কর্তৃক প্রণীত প্রবীণ নীতিমালার যথাযথ, সফল এবং টেকসই বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল স্তরের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য:

প্রবীণদের দুর্দশা কমিয়ে আনতে সাহায্য করা।

৪.২.২ কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ:

- কমিউনিটি ভিত্তিক প্রবীণ কমিটি তৈরি করা;
- সামাজিক, চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড এবং স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;
- প্রবীণবান্ধব আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে প্রবীণদের অন্তর্ভুক্ত করা;
- আন্তঃ প্রজন্মের সংহতি তৈরি করা।

প্রবীণ কর্মসূচীর আওতায় প্রবীণদের মাঝে উপকরণ বিতরণ:

বিবরণ		ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভূত
মোট উপকরণ বিতরণ		জন	২৮০
		টাকা	৬১০৪২৫
কম্বল		সংখ্যা	১৩০
চাদর		সংখ্যা	৫০
ছাতা		সংখ্যা	২০
কমোড চেয়ার		সংখ্যা	২০
ওয়াকিং স্টিক		সংখ্যা	৫০
হুইল চেয়ার		সংখ্যা	১০
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	সংখ্যা	৩
	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জন	১৮১
স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে প্রবীণ সংখ্যা		জন	১২৫৩

সংস্থার চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

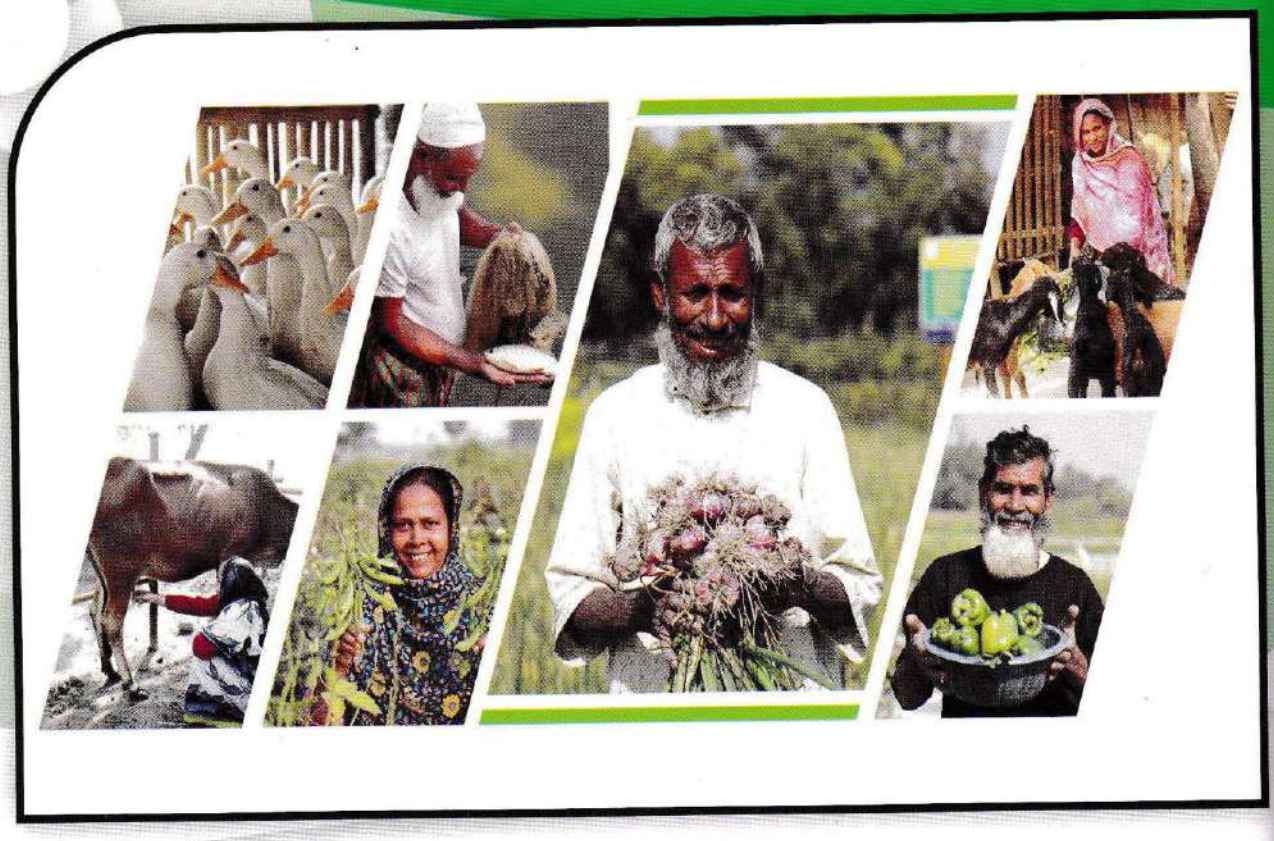

মৌসুমী সমন্বিত কৃষি ইউনিট

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিকাজের সাথে জড়িত এ দেশের বেশিরভাগ মানুষ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বর্ণিত প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে প্রাণিসম্পদ ইউনিটের নাম পরিবর্তন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট রাখা হয়। বর্তমানে এই ইউনিট দুটির নাম পরিবর্তন করে "সমন্বিত কৃষি ইউনিট" রাখা হয়। উক্ত "সমন্বিত কৃষি ইউনিট" এর আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সমূহ বিদ্যমান। এরই ধারাবাহিকতায়, মৌসুমী কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ'এর সহযোগী সংস্থা হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছর হতে নওগাঁ জেলায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে।

সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর লক্ষ্য:

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রদত্ত আর্থিক সেবার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও কৃষিজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্যদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি।

সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর উদ্দেশ্য:

১. উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
২. কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে ঝুঁকি হ্রাস করা ও জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষিজ প্রযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।
৩. কৃষিজ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, আর্থিক পরিষেবা প্রদান এবং পণ্যমান উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।

কার্যক্রম শুরুর সময়কাল:

(মৎস্য খাত ২০২০-২১) এবং (কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাত, ২০২১-২২)।

জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইউনিটের কার্যক্রম বাস্তবায়নে একজন ফোকাল পার্সন এর নেতৃত্বে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ০৩ (তিন) জন কারিগরি কর্মকর্তা ও ০৩ (তিন) জন সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা সহ ০৬ জনের সমন্বয়ে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মএলাকা:

নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর ও বদলগাছী উপজেলার শৈলগাছী, বদলগাছী, হাপানিয়া ও পাহাড়পুর শাখা।

প্রাণিসম্পদ খাত:

প্রাণিসম্পদ খাত এর উদ্দেশ্য হলো প্রাণিসম্পদ পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন। প্রাণিসম্পদ খাত এর অধীনে কৃষক পর্যায়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাণিসম্পদ এর লাভজনকতা নিশ্চিত করার জন্য প্রযুক্তি সমূহ প্রদর্শন করা হয়। টেকসই এবং লাভজনক গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য ভালো আবাসন অনুশীলন কার্যকর, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা, পশুদের আরাম নিশ্চিত করা, প্রতিরোধমূলক প্রাণী চিকিৎসা, যত্ন, সময়মত প্রজনন, জৈব নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হলো পূর্ব শর্ত। প্রাণিসম্পদ খাত এর মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারনের লক্ষ্যে সংস্থা সদস্যে পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবেদন চিত্র:

প্রদর্শনীর নাম	২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২ অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন
নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ	১৫	১৫	১৫
উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গাভি পালন	২০	২০	২০
হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারি	১	১	১
প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র (টার্কি, ভেড়া, কাদাকনাথ ইত্যাদি)	১	১	১
মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন জাতের হাঁস পালন/ডিমের জন্য খাকি ক্যাম্পবেল/জিনডিং জাতের হাঁস পালন	২২	২২	২২
মাসকোভি হাঁস পালন	৫	৫	৫
গবাদিপ্রাণী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ	১	১	১
বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন	৩৫	৩৫	৩৫
রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি	৭	৭	৭

এছাড়া মাঠ পর্যয়ে সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতে প্রদর্শনী খামার দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা, নতুন প্রযুক্তি সমূহ হাতে কলমে শিক্ষা দান, পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বিভিন্ন উপকরণ সহায়তা, খামারী পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি, উৎপাদিত পণ্য সফলভাবে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সদস্য প্রশিক্ষণ, খামার দিবস, উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মশালা বাজার সংযোগ কর্মশালা এবং প্রাণিসম্পদ পরামর্শ কেন্দ্র আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি প্রচার প্রচারণা সংক্রান্ত কাজ যেমন বিলবোর্ড সাইনবোর্ড স্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সফলভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও সদস্যদের মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থা পর্যায়ে কর্মরত কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা হয়।

কৃষি খাত:

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে প্রতিবছর আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, তার উপর রয়েছে খরা, বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, শিলাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ফসলের ফলন বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। এজন্য কৃষি খাত এর মূল উদ্দেশ্য হলো সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে স্বল্প খরচে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, টেকসই ও আধুনিক পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি প্রদান করা, কৃষি পণ্যের বাজার সংযোগ স্থাপন করা, উচ্চমূল্য ও উচ্চ ফলনশীল এবং জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত প্রবর্তন করা। উন্নত ফসল উৎপাদনের জন্য মাঠ পর্যায়ে গুড এগ্রিকালচার প্রাকটিস (জিএপি) চালু করা, জৈব সার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করে নিরাপদ ফসল উৎপাদন করা, প্রমাণিত লাভজনক ফসল প্রযুক্তির উপর ক্লাস্টার ভিত্তিক প্রদর্শনী পরিচালনা করা, শস্য বিন্যাস প্রবর্তনের মাধ্যমে বৈচিত্রময় ফসল চাষের প্রসার করা। কৃষক সম্প্রদায়ের পুষ্টি নিরাপত্তা এবং অতিরিক্ত আয় নিশ্চিত করার জন্য বসতবাড়ির বাগানের প্রচার করা। প্রশিক্ষন, এক্সপোজার ভিজিট ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকের জ্ঞান, দক্ষতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য এবং কার্যকর ফসল উৎপাদন কৌশলের প্রচারের জন্য মাঠ দিবস পরিচালনা এবং কৃষকদের মাঠ পর্যায়ের ফসল সম্পর্কিত সমস্যার তাৎক্ষনিক সমাধানের জন্য কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। কৃষি খাত এর মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারনের লক্ষ্যে সংস্থা সদস্যে পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবেদন চিত্র:

প্রদর্শনীর নাম	২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২ অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন
উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ধান চাষ	১০	১০	১০
উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ফসল চাষ (ধান ব্যতীত)	১৫	১৫	১৫
শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিতে উন্নত ফসলধারা (ক্রপিং প্যাটার্ন) প্রচলন	২	২	২
পরিবারে পুষ্টি নিরাপত্তায় বহুস্তরে সবজি ও ফলমূল উৎপাদন	১৫	১৫	১৫
উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি	২	২	২
গ্রীষ্মকালীন তরমুজ (বেবী তরমুজ)/গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ	২	২	২
নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাব ক্লাষ্টার	১৫	১৫	১৫
কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে মানসম্মত সবজি/ফলের চারা উৎপাদন ও বিপণন	২	২	২
ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	১০	১০	১০
স্থানীয় বাজারে নিরাপদ সবজি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন	১	১	১

মৎস্য খাত:

সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের উদ্দেশ্য হলো উত্তম ব্যবস্থাপনা, সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তা। উন্নয়নশীল দেশ হবার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে দারিদ্রতা নিরসন করা। আর দারিদ্রতা হ্রাসের অন্যতম উপায় হচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান দিন দিন বেড়েই চলেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবদেহের পুষ্টির চাহিদা পূরণে মৎস্য সম্পদের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মৎস্য খাত এ উন্নয়ন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে বিশাল ভূমিকা রাখছে। বর্তমান বিশ্বে মৎস্য সম্পদ উৎপাদনে বাংলাদেশ চতুর্থ। সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের প্রযুক্তি দেশের উন্নয়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দৃষ্টান্তমূলক সফলতা অর্জন করছে। সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের উদ্দেশ্য হলো উত্তম ব্যবস্থাপনায় মৎস্য চাষ, মৎস্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তা। মৎস্য খাতের প্রর্দশিত প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে আধুনিক মান সম্মত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সদস্য পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, মাঠ দিবস, মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র, প্রযুক্তি সহায়ক উপকরণ সহায়তা, প্রচার-প্রকাশনা মূলক কার্যক্রম, ব্যয় বণ্টন ভিত্তিতে কার্যক্রম ও প্রযুক্তি দৃশ্যায়ন। ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য খাতের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন হয়েছে।

প্রতিবেদন চিত্র:

প্রদর্শনীর নাম	২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২ অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন
উত্তম ব্যবস্থাপনায় কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ	১৫	১৫	৪০
আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে দেশী শিং ও মাগুর মাছের মিশ্র চাষ	১৫	১৫	৩০
ফিশিং গিয়ার তৈরী ও বিপণন	৫	৫	৯
কার্প ফ্যাটেনিং	২০	২০	৪৫
উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ-ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস মাছ চাষ	৫	৫	১০
মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি	১৫	১৫	২৫
বাহারি মাছের চাষ ও বিপণন	২	২	৪
ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ	১	১	১
স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুটকি উৎপাদন ও বিপণন	৩	৩	৩
ফিশ ফিড তৈরীতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি	১	০	১
উত্তম ব্যবস্থাপনায় সদস্য পর্যায়ে উৎপাদিত মাছ বিক্রয় কেন্দ্র	১	১	১
উচ্চমূল্যের চিতল/শোল/আইড়/কার্প মাছের মিশ্র চাষ	১২	১২	২২

মৌসুমী কৈশোর কর্মসূচি

নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে পিকেএসএফ এর উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রকল্পটির আওতায় মোট ২৮টি কর্মকাণ্ডের মধ্যে 'উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব' অন্যতম একটি কর্মকাণ্ড ছিল। জ্ঞানভিত্তিক ও পরিশীলিত সমাজ বিনির্মাণের পাশাপাশি আগামী দিনের যোগ্য নেতৃত্ব গঠনে ক্লাবগুলোর বিশেষ ভূমিকা ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। উজ্জীবিত প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রকল্পাধীন ক্লাবের কার্যক্রম 'কৈশোর কর্মসূচি' শিরোনামে পিকেএসএফ এর মূলস্রোত কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। 'কৈশোর কর্মসূচি' কার্যত কিশোর-কিশোরীদের জন্য এবং তাদেরকে নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'মৌসুমী' সংস্থা ১ জুলাই ২০১৯ থেকে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর ও রাণীনগর উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে।

কর্মসূচির লক্ষ্য:

তৃণমূল পর্যায়ে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধের উন্নয়ন ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে উপযুক্ত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালীকরণে দৃশ্যমান অবদান রাখা এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- কিশোর-কিশোরীদেরকে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুসভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
- সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয় সমূহের প্রতি কিশোর-কিশোরীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নত জীবন শৈলী তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা;
- কিশোর-কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য অর্জন, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করা;
- আত্মনির্ভরশীল, সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া, সৃজনশীলতার চর্চা, মেধার বিকাশ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন জীবনাচরণবোধ এবং অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষায় কিশোর-কিশোরীদেরকে উৎসাহিত করা;
- কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে উদ্যোক্তা হবার প্রবণতা তৈরিসহ নিজেদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা;
- কিশোর-কিশোরীদের সম্মিলিতভাবে সামাজিক অপরাধ, অবক্ষয় রোধ ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত করা;
- কিশোর-কিশোরীদের মনন ও সুকুমার বৃত্তির উন্নয়ন ঘটানো, ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলন, দেশজ সংস্কৃতি চর্চা এবং শারীরিক গঠনে দেশীয় খেলাধলার চর্চায় উৎসাহিত করা;
- কিশোর-কিশোরীদের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা ইত্যাদি।

কর্মসূচির উপকারভোগী:

নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর ও রাণীনগর উপজেলার সকল কিশোর-কিশোরী।

কর্মসূচির আওতায় মূল কর্মকাণ্ড সমূহ:

কিশোরী ক্লাব ও স্কুল ফোরামের মাধ্যমে ক্লাব ও ফোরামের সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা (Life skill) উন্নয়ন, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড, জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মকাণ্ড, পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।

কর্মসূচির আওতায় এক নজরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ড:

ইস্যু/খাত	বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মকাণ্ড	নৈতিক মূল্যবোধ বিষয়ে আলোচনা সভা ও যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা	২৬টি	২৬টি
	মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কৈশোর জীবন নিয়ে কুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতা	১১টি	১১টি
	পরিবেশ সুরক্ষা, ফলজ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন	১৯টি	১৯টি
কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড	ক্লাব পর্যায়ে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্প	১৪টি	১৪টি
	বয়ঃসন্ধিকালীন ও ঋতুকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে ক্লাব পর্যায়ে আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা	২৬টি	২৬টি
	ক্লাব পর্যায়ে করোনা সচেতনতায় উঠান বৈঠক	১২টি	১২টি
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড	দড়ি লাফ/দৌড়/স্থানীয় লোকজ খেলাধূলা ও আবৃত্তি/উপস্থিত বক্তৃতা/ দেশজ গান/মেধা যাচাই/নৃত্য প্রতিযোগিতা	২৬টি	২৬টি
দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ড	নেতৃত্বের গুণাবলী ও বিকাশ এবং আবৃত্তি বিষয়ক ও প্রশিক্ষণ	২৬টি	০টি

Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)
"নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবী পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে ইফাদ'র আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ'র সহযোগীতায় গত ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ইং হতে মৌসুমী সংস্থার মাধ্যমে নওগাঁ জেলার আত্রাই ও রাণীনগর উপজেলা, বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলা সহ ৩টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। এই উপ-প্রকল্পের আওতায় কর্ম এলাকার ৮ হাজার সদস্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে পরিসেবা পাচ্ছে।

উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য:

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবী পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়ন।

উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ✓ নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারাজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি;
- ✓ প্রক্রিয়াজাত মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি;
- ✓ স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপদ মৎস্য চাষ উপকরণ ও আধুনিক চাষ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি;
- ✓ স্থানীয় পর্যায়ে সেবা বাজার তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও টেকসই খাত সৃষ্টি;
- ✓ পরিবেশ, নিরাপদ ও পুষ্টিমান খাদ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়কে বিবেচনায় রেখে উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি এবং নারী ও যুবকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;

উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/কর্মকাণ্ডের নাম	একক	চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা	চলতি বছরের অর্জন	অর্জন হার (%)
১	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা ও উৎপাদনকারী সংগঠনের সদস্যদের আর্থিক জ্ঞান বিষয়ে তথ্য ও পরিচিতিমূলক সভা	ব্যাচ	১৩৮	১২৩	৮৯%
২	পুষ্টি, জলবায়ু, পরিবেশ ও সামাজিক ইস্যু বিষয়ে প্রশিক্ষণ (লোন অফিসার/সংস্থার অন্য কোন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন: উৎপাদনকারী সংগঠনের সদস্যগণ এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন)	ব্যাচ	১৩৮	১২৩	৮৯%
৩	বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং মৎস্য খামারে অপ্রচলিত রাসায়নিক পদার্থ/এন্টিবায়োটিক, রাসায়নিক সার, খাবার মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৮	৫	৬৩%
৪	নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন	ব্যাচ	২	১	৫০%
৫	মৎস্য চাষে নিরাপদ মৎস্য চাষ উপকরণ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩২	২২	৬৯%
৬	লিড ফার্মারদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন ও মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২	২	১০০%
৭	মৎস্য চাষীদের উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	ব্যাচ	৬২	৫২	৮৪%
৮	নিবিড় (বায়োফ্লক/বটম ক্লিনিং ইত্যাদি) পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ি চাষ, কালো সৈনিক পোকা এবং প্রোবায়োটিক উৎপাদন বিষয়ে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন	থোক	১	১	১০০%
৯	আধা-নিবিড় ও উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	৪	৪	১০০%
১০	নিবিড় (ট্যাংকে বটম ক্লিনিং, আরএএস ইত্যাদি) পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রদর্শনী প্লট স্থাপনে সহায়তা প্রদান	সংখ্যা	২	২	১০০%
১১	ফার্ম মেকানাইজেশন এবং স্মার্ট এ্যাকোয়াকালচার সোল্যুশান (IOT & AI)- এর ব্যবহার সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	৩	৩	১০০%
১২	দ্রুত বর্ধনশীল মাছ (হালদা নদী উৎস, সুবর্ণ রুই ও জি-৩ রুই) ও গলদা চিংড়ির পিএল নার্সিং-এর জন্য নার্সারারদের সহায়তা প্রদান	সংখ্যা	৩	৩	১০০%
১৩	স্থানীয় পর্যায়ে কার্প জাতীয় মাছের হ্যাচারিতে ব্রুড ডেভেলপমেন্ট, গুনগতমানের পোনা উৎপাদন, ইত্যাদি কাজে হ্যাচারি মালিকদের সহায়তা প্রদান	সংখ্যা	১	১	১০০%
১৪	মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য চাষ/পোনা নার্সিং, ফিশিং গিয়ার তৈরি, মূল্য সংযোজিত মৎস্য পণ্য উৎপাদন, ইকোট্যুরিজম ইত্যাদিতে সহায়তা প্রদান	সংখ্যা	৩	৩	১০০%
১৫	বাণিজ্যিক মৎস্য খাবারের বিকল্প হিসেবে কালো সৈনিক পোকার উৎপাদন বিষয়ক প্রদর্শনী প্লট স্থাপনে সহায়তা প্রদান	সংখ্যা	৪	৪	১০০%

Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) Project

বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৬.২% অনানুষ্ঠানিক খাতে এবং ৭৮% কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত যা টেকসই অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে (Labor Force Survey, 2016-17)। কোভিড-১৯-এর কারণে অন্যান্য খাতের মত অনানুষ্ঠানিক খাতেও বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এরই প্রেক্ষিতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোগ পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঋণ সহায়তা প্রদান, দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিম্ন-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশ (Apprenticeship) কর্মসূচির মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণদের এই প্রকল্পে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। মৌসুমী সংস্থা ০১ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. হতে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় নওগাঁ জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য:

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্থ শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোগ পুনরায় সচল করে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিম্ন-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশ (Apprenticeship) কর্মসূচির মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ✓ কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ✓ পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগ সম্প্রসারণে অর্থায়ন;
- ✓ নিম্ন-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের Apprenticeship পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী:

- ✓ পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমভুক্ত urban/peri-urban এলাকার নিম্ন-আয়ের পরিবারের তরুণ সদস্য;
- ✓ তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার;
- ✓ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী (PwD) তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা:

নওগাঁ জেলার রাণীনগর, আত্রাই, সাপাহার ও সদর উপজেলা, জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলা এবং বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলা।

৫ম আধ্যায়

➢ সক্ষমতা উন্নয়ন

- বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম
- মৌসুমী শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম
- প্রশিক্ষণ
- মৌসুমী গ্রন্থাগার (হোসনে আরা বেগম গ্রন্থাগার)
- যোগাযোগ ও প্রকাশনা
- মৌসুমী বিদ্যানিকেতন
- সংস্থার নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন

সক্ষমতা উন্নয়ন

বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম

উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মৌসুমী "বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উক্ত "বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" কার্যক্রমের আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ এবং পরবর্তীতে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্বাচিত/অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদেকে উচ্চশিক্ষায় ও স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছে। "বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩ সালের প্রথম থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ০৭ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করে জনপ্রতি মাসিক ৩ হাজার টাকা হারে বছরে ৩৬ হাজার প্রদান করছে।

শিক্ষার্থী তথ্য

ক্রমিক নং	বৃত্তিপ্রাপ্ত/মনোনীত শিক্ষার্থীর নাম	অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যয়নের বিষয়
১	হৃদয় কুমার সাহা	রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	গ্লাস এ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং
২	মো. আ. মারুফ সিদ্দিকী	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	কম্পিউটার সাইন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
৩	মুমিত আর মুহার	হাজী মোহাম্মাদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪	মোছা. ফাহমিদা আক্তার রুফি	হাজী মোহাম্মাদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	পদার্থ বিজ্ঞান
৫	অপূর্ব কুমার	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
৬	নাহিন আহমেদ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজি
৭	হেদায়েতুল ইসলাম	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম

মৌসুমী শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ সমস্ত অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ার জন্য পরিবারের নিকট হতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় অনেক সময় স্কুল কলেজ হতে ঝড়ে পরে। যারা জিপিএ-৫.০০ গোল্ডেন জিপিএ ৫.০০ অর্জন করেন তারা দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা, ফাউন্ডেশন, ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হতে বৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে যাদের সম্ভাবনা আছে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্থাৎ জিপিএ-৫.০০ গোল্ডেন জিপিএ ৫.০০ অর্জন করতে পারে না তারা এ সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। উল্লিখিত বিষয়ের বিবেচনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহযোগী সংস্থা সমূহের বুনিয়াদ (অতি দরিদ্র) ঋণ কার্যক্রমের সদস্যের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যারা এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৪.০০ হতে ৪.৯৯ অর্জন করেন তাদের এইচএসসি ১ম বর্ষ এবং ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় দুইবার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

একনজরে মৌসুমী শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের তথ্য:

ক্র. নং	বছর	শিক্ষা বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা	মাথপিছু বৃত্তির পরিমাণ	সর্বমোট টাকা
০১	২০১৫	২৮	১৮,০০০	৫,০৪,০০০/-
০২	২০১৬	৩০	১৮,০০০	৫,৪০,০০০/-
০৩	২০১৭	৪৪	১২,০০০	৫,২৮,০০০/-
০৪	২০১৮	৪৭	১২,০০০	৫,৬৪,০০০/-
০৫	২০১৯	২৫	১২,০০০	৩,০০,০০০/-
০৬	২০২০	৩৬	১২,০০০	৪,৩২,০০০/-
০৭	২০২১	৩১	১২,০০০	৩,৭২,০০০/-
০৮	২০২২	২৫	১২,০০০	৩,০০,০০০/-
০৯	২০২৩	২৯	১২,০০০	৩,৪৮,০০০/-
			সর্বমোট =	৩৮,৮৮,০০০/-

প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের পরিকল্পনা হিসেবে মৌসুমী সংস্থার উন্নয়ন কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারায় প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেন্টারে গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্থার মূলস্রোতের সকল পর্যায়ের জন উন্নয়ন কর্মীকে পৃথক ০৭টি পৃথক মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কোর্সের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিদের ভিত্তি প্রশিক্ষণ	০১	২৫
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শাখা হিসাবরক্ষক)	০১	২৫
সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (ফিল্ড অফিসার)	০২	৫০
অনুপাত বিশ্লেষণ প্রশিক্ষণ (শাখা ব্যবস্থাপক)	০১	২৫
সফ্‌টওয়্যার বেজড সুপারভিশন এ্যান্ড মনিটরিং (হিসাবরক্ষক)	০১	২৫
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা (ফিল্ড অফিসার)	০১	২৫
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ফিল্ড অফিসার)	০১	২৫
মোট	০৮	২০০

মৌসুমী গ্রন্থাগার (হোসনে আরা বেগম গ্রন্থাগার)

মৌসুমী কর্তৃক পরিচালনাধীন হোসনে আরা বেগম গ্রন্থাগারে মুক্তিযুদ্ধ, চিরায়ত সাহিত্য ও জীবনী, তথ্যপ্রযুক্তি, আইন, ধর্ম, ব্যবস্থাপনা, কৃষি, মানব সম্পদ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুদ্রঋণ, দেশ-বিদেশের অর্থনীতি, উন্নয়ন সাহিত্য, স্বাস্থ্যকথা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গ্রন্থাগারের বর্তমান সংগ্রহ ১৫০০ টি।

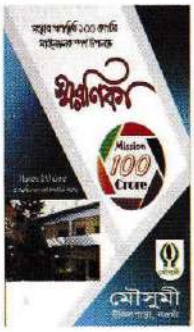

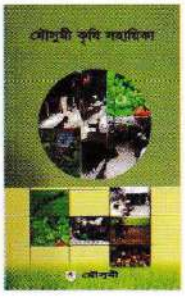

যোগাযোগ ও প্রকাশনা

সংস্থার মনিটরিং ইউনিট যোগাযোগ ও প্রকাশনা কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সংস্থা প্রকাশনা কাজে অত্যন্ত সচল এবং সক্রিয় থাকায় মুদ্রিত প্রকাশনার সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্য ধারণের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে দৃশ্যমান ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে।

মৌসুমী বিদ্যানিকেতন

মৌসুমী বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, আর্থিক পরিসেবা ও মানবকেন্দ্রিক কর্মসূচির জন্য নওগাঁ জেলার অন্যতম একটি এনজিও হিসেবে স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। চলমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় মানসম্মত শিক্ষাসেবা, আলোকিত ও সৃজনশীল মানুষ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে মৌসুমী বিদ্যানিকেতন এর পথ চলা...

রূপকল্প:

ছাত্র-ছাত্রীদের মনন, কর্ম ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠন।

অভিলক্ষ্য:

পরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষাকে সৃজনশীল ও প্রয়োগমুখী করে তোলা। মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী করানোর মাধ্যমে যোগ্য ও নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রতিষ্ঠার সন ঃ ২০২০ খ্রি.

বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ৩৩০ জন

শিক্ষ ও কর্মচারী সংখ্যা ঃ ২৪ জন

শ্রেণি সংখ্যা ঃ প্রি-প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত

MOUSUMI
Consolidated Statement of Financial Position
For the year ended 30 June, 2023

Particulars	Notes	2022-2023 BDT	2021-2022 BDT
Property and Assets:			
Non Current Assets		**26097,676**	**24258,319**
Property, Plant and Equipment	6	26097,676	24258,319
Current Assets		**1849876,676**	**1338554,095**
Loan to Members	7	1629133,645	1262381,548
Short term Investment	8	103481,768	44724,185
Accounts Receivable	9	12579,530	7663,037
Advances, Deposits & Payments	10	677,938	439,083
Staff Loan (Motor Cycle)	11	2827,514	3302,139
Staff Loan (Laptop)	12	145,000	94,000
Other Currents Assets	13	-	864,000
Cash in Hand	15.01	1728,783	-
Cash at Bank	15.02	99302,499	19086,104
Total Properties and Assets		**1875974,352**	**1362812,414**
Fund & Liabilities:			
Capital Fund		**440950,767**	**299367,285**
Cumulative surplus	16	396855,691	269430,557
Statutory Reserve fund	17	44095,077	29936,729
Non-Current Liabilities:		**637819,921**	**486780,459**
Loans from PKSF-long term	18	637454,150	486412,485
Risk Fund	22	365,771	367,974
Current Liabilities:		**797203,664**	**576664,670**
Member Savings Deposit	19	598933,091	422712,401
Bank Loan	20	30000,000	-
Member insurance	21	56118,860	44011,843
Loan Loss Provision (LLP)	23	25900,008	23938,196
Surplus Fund	24	-	64,169
Staff Welfear Fund	25	392,746	273,095
Accounts Payable	26	34807,454	43111,105
Provision for Interest	27	51051,505	42553,860
Total Capital Fund and Liabilities		**1875974,352**	**1362812,414**

The annexed notes form an integral part of the of financial statement.

Director (Finance)
মোঃ মোফাকখের আলম
পরিচালক (অর্থ)
মৌসুমী, উকিলপাড়া, নওগাঁ।

Executive Director
মোঃ হোসেন শহীদ ইকবাল রানা
প্রধান নির্বাহী
মৌসুমী, উকিলপাড়া, নওগাঁ।

Dated: 28 Aug 2023
Dhaka , Bangladesh

Islam Quazi Shafique & Co. Dhaka Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Biplab Hossain FCA
Partner
Enrollment number: 1368
DVC:

MOUSUMI
Consolidated Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 June, 2023

Particulars	Notes	2022-2023 BDT	2021-2022 BDT
Income:			
Service Charge on Loan	28	331270,898	225650,210
Reimbursement Income	31	16793,127	7819,472
Income from Bank Interest		681,497	2176,095
Income from FDR Interest		1604,572	
Admission Fee		107,730	106,380
Pass Book		119,520	117,490
Loan Charge		224,835	201,460
Other income		141,543	16,370
Income From Training (Fisheries)		38,600	12,000
Total		**350982,322**	**236099,477**
Expenditure:			
Service Charge to PKSF	29	29509,689	24228,964
Interest on Members' savings		39511,353	27292,894
Interest on PF Fund Loan		505,689	275,491
Interest on Gratuity Fund Loan		817,919	356,417
Salary & Allowance		82833,700	63001,509
Office Rent		1332,980	3011,115
House Rent		2246,730	-
Food Support Expenses		877,027	823,029
Travelling & Conveyance		352,959	514,218
Telephone ,Mobile & Internet Exp.		381,097	365,555
Electricity/Water/Gas Bill		682,054	601,128
Printing & Stationary		2166,322	1992,887
Entertainment		673,465	346,188
Bank Charge & Commission		1171,199	573,828
Fuel Cost		3778,156	3112,712
Repair & Maintenance		2616,881	1424,736
Newspapers Bill		6,626	2,800
Miscellaneous Exp.		240,830	275,347
Registration Renewal Fee		133,689	312,159
Audit Fee		42,500	51,000
Automotion Expenses		530,784	423,150
Gratuity Expenses		910,485	12778,938
Provident Fund Contribution		3387,420	2809,139
Donation/Chanda		41,300	39,900
Honorium		811,900	899,500
Security Services Allowance		267,586	228,000
Tax		485,375	1170,080
Legal Advocacy & Consultancy Fee		57,310	65,100
Health Expenses		80,568	95,508
LLPE Expenses		1961,812	3393,434
Depreciation Expenses		1842,239	1336,013
Training & Development		426,736	271,556
Advertisements		146,272	128,552
Postage & Stamp		42,134	48,738
Cooker expenses		2424,300	1846,213
Garage Rent		64,510	32,220
Samriddi Expenses		-	3991,510
Contribution Samriddi Project		435,396	457,125
Surplus Expenses		220,198	-

Islam Quazi Shafique & Co. Chartered Accountants Dhaka

MOUSUMI
Consolidated Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 June, 2023

Particulars	Notes	2022-2023 BDT	2021-2022 BDT
RMTP Program Expenses		2685549	
RMTP Program Contribution		32,724	-
RAISA Program Expenses		4534,314	
Enrich Project Expenses Community Development		4128,575	-
Elderly People Program Expenses		238,506	204,655
Contribution to Elderly People Program		257	-
Adolocent Program Expenses		871,053	1013,580
Contribution to Adolocent Program		154,540	2,338
Integrated Agriculture Program Expenses		6019,766	3978,287
Contribution to Fisheries, Livestock		41,814	28,583
Agriculture Program Contribution		406,766	-
Damage on Assets		390,226	-
Service Charge Rebate		5925,211	5465,304
Total Expenditure		**209446,490**	**169269,400**
Excess of Income over Expenditure		**141535,832**	**66830,078**
Total		**350982,322**	**236099,477**

The annexed notes form an integral part of the of financial statement.

Director (Finance)
মোঃ মোফাকখের আলম
পরিচালক (অর্থ)
মৌসুমী, উকিলপাড়া, নওগাঁ।

Executive Director
মোঃ হোসেন শহীদ ইকবাল রানা
প্রধান নির্বাহী
মৌসুমী, উকিলপাড়া, নওগাঁ।

Dated: 28 Aug 2023
Dhaka , Bangladesh

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Biplab Hossain FCA
Partner
Enrollment number: 1368
DVC:

Islam Quazi Shafique & Co. Dhaka Chartered Accountants

Education, Health and Nutrition in poverty alleviation,
Sustainable development is our main focus.

মৌসুমী

Ukilpara, Naogaon.
02588882800
www.mousumibd.org